সাধক বন্ধু।

শ্রীআদিত্য চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

ভবানীপুর ওরিএণ্টাল যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন-দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।
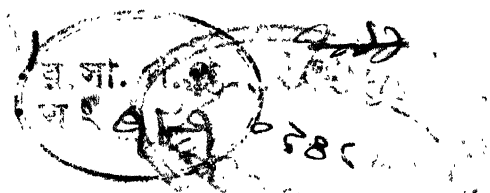
বিদ্যোৎসাহী পরম মঙ্গলালয়

শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য চন্দ্র দেব মহাশয়

করকমলে।

ডাক্তার দাদা।

যদিও আমি ব্রাহ্মণ এবং আপনি কায়স্থকুলোদ্ভব তথাপি আপনি আমাকে কনিষ্ঠাধিক স্নেহ করেন তাহাতেই এই স্নেহপিপাসু প্রাণ আপনাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। যতদিন এই নশ্বর দেহ-ভার বহন করিব ততদিন আপনার সুবিমল ভ্রাতৃ-স্নেহ সুধাপানে অনিচ্ছুক হইয়া কখনই দাদা বলিতে ভুলিয়া যাইব না।

আপনি কায়স্থ-কুলতিলক এবং আদিত্য, চন্দ্র, দেব নামের প্রকৃত অধিকারী। আদিত্য শব্দের অর্থ সূর্য্য, স্বপ্রকাশ পদার্থ; সেই সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত হইয়া জগৎ আলোকিত করে, আপনিও সেইরূপ হৃদয় নিহিত দিব্যালোকে স্বীয় আত্মাকে আলোকিত করত সদুপদেশালোকে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন কলুষিত মানব হৃদয়কে প্রদীপ্ত করিতে সক্ষম, তাই আপনার নামের প্রথম শব্দ

আদিত্য ; এবং চন্দ্রের একটী নাম সুধাকর সেই সুধাকর যেরূপ সুধাময় স্নিগ্ধ কিরণজালে এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণিসমূহকে শান্তি প্রদান করে, আপনিও সেইরূপ ভক্তিপ্রেম সুধাপূর্ণ হইয়া বাক্যসুধা দানে জনগণের সন্তোষ বিধান করিতে-ছেন চন্দ্র পরপ্রকাশ পদার্থ সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে সেইজন্য আপনার নামের প্রথম আদিত্য শব্দের পরে চন্দ্র বিরাজমান রহিয়াছে আপনি আপন দেহস্থ অমিত বলশালী দুরাচার রিপুগণকে পরাজয় করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন এবং আদিত্য, চন্দ্র এই দুইটী তেজোময় পদার্থানুরূপ গুণ আপ-নাতে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া দেবোপাধি আপনার নামের শেষ ভাগে বিশেষণ রূপে থাকিয়া আরও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেছে তাই বলি দাদা আপ-নিই "আদিত্য, চন্দ্র, দেব" নামের সম্পূর্ণ যোগ্য। যে ভবিষ্যদ্বাদী মহাত্মা আপনাকে এই নামে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহার অদ্বিতীয় ঐশ্বরিক শক্তিকে আমি ভক্তি সহকারে প্রণিপাত করি।

অতএব দাদা! আপনি যাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন ও সর্ব্বদা সুনীতিপূর্ণ সদুপদেশ দানে

যাহার হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, সেই অন্নদার অজ্ঞান-হৃদয়-উদ্যানস্থিত আপনার রোপিত উৎসাহ বৃক্ষে "সাধক বন্ধু" নামক একটী ক্ষুদ্র ফল ধরিয়াছে। যদিও এই ফলটী অকিঞ্চিৎকর কিন্তু উদ্যান-পালক উদ্যানস্থিত স্বকৃত বৃক্ষের ফল মন্দ হইলেও সাদরে গ্রহণ করেন আজ সেই আশাতেই এই ক্ষুদ্র ফলটী আপনার করকমলে উৎসর্গীকৃত হইল। ইহা নিতান্ত অপরিপক্ক বলিয়া সাধারণের কোনরূপ তৃপ্তিজনক না হইলেও আপনি গ্রহণ করিয়া আপনার স্নেহের অন্নদার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন এইমাত্র ভরসা।

শ্রীঅন্নদাচরণ (শর্ম্মা) সমদ্দার।
কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠী, বরিশাল।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সংশোধন ও মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ সিটীকালেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় আশাতীত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার ও প্রকাশক।

সূচনা।
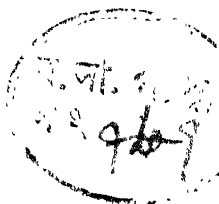
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু!

তুমি কি চাও? যদি তোমার দেহস্থ পাশব-প্রকৃতি রিপু-পিশাচগণের প্রবল আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত সুখে সুখী হইতে চাও, তবে যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপা, নিরাধারা, নিরাকুলা এবং যাঁহা হইতে জগতের বিশুদ্ধ উপাদান কারণ প্রকৃতি উদ্ভূত; সেই পরমাত্মার অবয়ব-রূপিণী সনাতনী মহাশক্তির পদপ্রান্তে ভক্তিভরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। তিনিই এক মাত্র চিৎশক্তি পরমানন্দরূপী পরমাত্মা ও সর্ব্বভূতের শক্তি এবং পবিত্রতা-বিধায়িনী। তিনি এক মাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপে সংসারে প্রকাশিকা। তমোরূপে জগৎকে আবারণে রাখেন আবার সৃষ্টিরূপে ইহাকে পূর্ণ করেন। তিনিই বৈষ্ণবী রূপে জগতের স্থিতিকারিণী হিতৈষিণী আবার তিনিই অনন্তরূপে প্রলয় করিয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র পিতৃ-লোকের আনন্দদায়িনী স্বধা, তিনিই স্বাহা, তিনিই নমঃ শব্দ, বষট্ কার এবং স্মৃতিরূপা। তিনিই একমাত্র পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, লজ্জা, শান্তি ও কান্তি এবং জগতের ঈশ্বরী। ব্রহ্মার সৃষ্ট শক্তি. বিষ্ণুর স্থিতি শক্তি এবং রুদ্রের

বিনাশশক্তি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। একা তিনিই আত্মা প্রকাশক তত্ত্ব জ্ঞান ও আত্মার সংগোপক অজ্ঞান রূপে দ্বিবিধ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসার বন্ধন সাধন করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী তিনিই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদরূপে এবং পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্যরূপে বিরাজমানা।

জীবগণ যাঁহার বলে ভূমিষ্ঠ হইয়াই চেতনার পরিচয় দেয়; যাঁহার বলে মাতৃ-দুগ্ধপানে সমর্থ হয়, যাঁহার বলে হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ও মনের বলবৃদ্ধি পাইতে থাকে যাঁহার বলে বাহ্যিক জগতের রাজাধিরাজ মহারাজ চক্রবর্ত্তী ও আধ্যাত্মিক অন্তর্জ্জগতের এক মাত্র অধীশ্বর হয়, সেই মহাশক্তি প্রত্যেক জীবেই বিরাজিতা। জীবের দেহটী পঞ্চ ভূতে গঠিত সুতরাং দেহে পাঞ্চভৌতিক শক্তি ও দেহে বিভাসিত চৈতন্যরূপী আত্মা অন্তর্জ্জগতের আধ্যাত্মিকশক্তি, সেই আধ্যাত্মিক শক্তির শক্তিতেই ধর্ম্ম জগতের একমাত্র অধীশ্বর হইতে পারা যায়। যখন সেই মহাশক্তিই জগতের শ্রেষ্ঠতমা, সেই মহীয়সী মহাশক্তির প্রভাবেই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত, এমন কোন কর্ম্ম কি ক্রিয়া নাই যে তাহা সেই মহাশক্তির শক্তি ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। যে সর্ব্বাধারভূত বিশাল মূর্ত্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন জগতে মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপা তিনিই সেই মূর্ত্তি। তিনি পুরাণের দৈবীশক্তি, কাব্যের ভাবশক্তি, বেদের জ্যোতিঃশক্তি, উপনিষদের শব্দ শক্তি, তন্ত্রের মাতৃশক্তি এবং ধনশক্তি, জনশক্তি, জ্ঞানশক্তি,

দানবশক্তি, পাশবশক্তি, ভূতশক্তি, দেবশক্তি প্রভৃতি অগণ্য শক্তির শক্তি মহাবৃত্তভাবে শক্তিকেন্দ্রের পোষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র এই অনন্ত জগতের চন্দ্রের বিভা, সূর্য্যের আভা, অগ্নির উষ্ণতা এবং দেহের প্রাণ, গৃহীর গৃহ-দেবতা রূপে বিরাজমানা। তিনিই একমাত্র শোভাময়ীর শোভা বর্দ্ধন ও জ্ঞানময়ীর জ্ঞানবর্দ্ধন করিতেছেন।

তাই বলি শক্তিসাধক হিন্দু! যদি তোমার দেহস্থ ধর্ম্মার্জনী সদবৃত্তিসমূহ রিপুর প্রবল তাড়নে পরিস্ফুট হইয়া সৎকার্য্যের অনুশীলন করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী অধর্ম্মাসুরঘাতিনী মহাশক্তির পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর। সেই শক্তিপ্রভাবে তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবে। উপযুক্ত ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন দেহস্থ অমিত বলশালী অসুর বিনাশ হইবে না। তিনিও ভক্ত-হৃদয়বাসিনী আমরাও ত শক্তি-সাধক, শক্তির সন্তান তবে কেন সেই মহাশক্তির উপাসনায় বিরত রহিয়াছি।

উপাসনার প্রধান অঙ্গ প্রার্থনা; সাধকেরা ইহাকে ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাই একমাত্র মুক্তি লাভের উপায়। যেমন ক্ষুধাতুর বালক জঠর যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আহার্য্য বস্তুর জন্য অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিলে স্নেহময়ী মাতা সন্তানের ক্ষুধার কারণ জানিয়া স্তন্য দুগ্ধ দানে তাহার ক্ষুধা নিবারণ করেন, বালকের ক্রন্দন ব্যতীত মাতা কখনও তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না, তদ্রূপ আমরাও এই অনিত্য মায়া-বিজড়িত সংসারে পাপপ্রদ রিপু পিশাচগণের

আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যতদিন না সেই ত্রিলোক-পালনী জগন্মাতার পদপ্রান্তে ভক্তিপ্রেমভরে আকুল প্রাণে সজলনয়নে মোক্ষফল লাভার্থ প্রার্থনা না করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত থাকিব, ততদিন সেই দয়াময়ীর অসীম দয়ার কণামাত্রও পাইবার যোগ্য হইতে পারিব না। তাই বলি যতদিন দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন প্রার্থনা রূপ অমূল্য রত্নের প্রতি কখনই অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রার্থনা আত্মার ক্রিয়া, আন্তরিক কাতরতা ও মুক্তি লাভের জন্য আগ্রহই প্রার্থনা, ইহা মনুষ্যের জানিবার ও শুনিবার এবং বলিবার বিষয় নহে। নিতান্ত বিপন্নাবস্থায় মানব হৃদয়ে আপনা হইতে যে প্রার্থনা উত্থিত হয় তাহাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতার পূর্ণ বিকাশ। ইহা অন্তর্যামী আরাধ্য দেবতা গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। এ প্রকার প্রার্থনা কখনই বিফল হয় না, স্নেহময়ী মাতা প্রার্থী মূর্খ সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগের সকল অভাব মোচন করেন এবং তাহাদের আত্মাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে পূর্ণ করেন। দুর্ব্বল আত্মা তাঁহার সাহায্যে সবল হয়, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হয়, নিরাশ আত্মা উদ্যমে উৎসাহিত হয়, বিষণ্ণ মন বিমলানন্দে উল্লাসিত হয়। প্রার্থনা আমাদের পরম বন্ধু। যতই সরল ভাবে প্রার্থনা করা যায় ততই তাঁহার অজস্র প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রার্থনা অমূল্য ধন, প্রার্থনা ধর্ম্ম সংগ্রামের বর্ম্ম, পাপ বিকারের ঔষধি, ভক্তিমার্গের সোপান, তাপিত হৃদয়ের সান্ত্বনা বারি, নিরাশ্রয় আত্মার চির সুহৃৎ।

এস ভাই! আমাদের সেই চিরসুহৃৎ প্রার্থনাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অনন্ত সুখদায়িনী এই ভবসাগর পারের তরণিরূপিণী, যিনি স্থাবর জঙ্গমময় নিখিল জগন্মোহিনী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সকল যোগমার্গ প্রবর্ত্তিনী সেই মহামায়া মহাশক্তিকে একবার মন প্রাণ খুলিয়া ডাকি।

মাগো মহামায়ে! প্রসন্ন হও মা এই পাপ তাপ বিজড়িত দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি প্রসন্ন হও মা; আমরা যে মা ভিন্ন আর কিছুই জানি না প্রথম মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ, দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে পতন, তৃতীয় বাক্য স্ফুরণের প্রথমেই মা শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি। যতদিন ইহ জগতে থাকিব ততদিন কি সেই মা ভুলিবার মা; মাগো তুমি যতই কেন যাতনা দেও না যতই কেন কাঁদাও না মা মা বলিয়া কান্দিব। যাহা হইতে এই অনন্ত সুখদায়িনী মাতৃভূমি দর্শন করিতেছি, যাহা হইতে প্রতিপালিত হইয়া এই নশ্বর দেহভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি সেই মা কি ভুলিবার মা জগতের যে দিকে চাই সেই দিকেই মা, যেদিকে কর্ণপাত করি সেই দিকেই মা এইরূপ জগন্ময় মা কি ভুলিবার মা, মাগো! জননীর জঠর অসীম যাতনার আধার বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করে এবং সকলেই সেই যাতনা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তোমার নিকট কান্দে; কেন কান্দে? যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম ততদিন তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি এবং তুমি বলিয়াছ "যাও বাছা ধরাধামে যাও ভয় নাই" কিন্তু মা যখন তোমার আজ্ঞায় তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে পদার্পণ করিলাম তখনই তুমি মহামায়ারূপে মোহজালে বন্ধন করিয়া পাপতাপ

মগ্ন ভবার্ণবে নিক্ষেপ করত ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিলে আর তোমায় দেখিতে পাইলাম না একবারও অবোধ সন্তানের ক্রন্দনের প্রতি কর্ণপাত করিলে না। যদি জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিতে না হইত তাহা হইলে কি তুমি আমাদিগকে এরূপ ভাবে ফাঁকি দিতে পারিতে? তাই বলি মা! যে জঠরে জন্ম লইলে তোমাকে হারাইতে হয় সে জঠর যন্ত্রণার আধার নয়ত আর কি; মাগো! যতবার ফাঁকি দিয়াছ সহ্য করিয়াছি আর ওভাবে ফাঁকি দিয়া মূর্খ সন্তানগণকে কাঁদাইও না। মাগো! আমরা এই সংসারের অনিত্য ধন, জন, সুখ, সম্পদ কিছুই চাই না; আমাদিগকে ভক্তি দেও যেন তোমার নামামৃত পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি। মাগো! তুমিত সঙ্গতিবিধায়িনী এই সঙ্গতিবিহীন সন্তান গণকে ভবপারে যাইবার সঙ্গতি দেও, তুমি ঈশ্বরী জনগণের প্রতি সর্ব্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থা। তুমি আনন্দময়ী আনন্দ দায়িনী তবে কেন অবোধ সন্তানগণকে নিরানন্দে ভাসাও মা। তুমি শুদ্ধা সত্ত্বময়ী পরাৎপরা, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া জগতের জন্য তোমাকে কারণ, কার্য্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপই উপাসক বৃন্দের ভক্তি বৃক্ষের ফল স্বরূপ। এই মূঢ় সন্তানদিগকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করিও না। মাগো তুমি ইষ্টানিষ্ট পরিণাম জ্ঞান সম্পন্না এবং লোকের ইষ্টানিষ্ট তোমার দ্বারাই হইয়া থাকে। তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টিস্থিতি সংহারময় অষ্টাঙ্গ যোগবলে বারম্বার বিচার করিয়া যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয় সেই নিত্য রূপই তোমার। তুমি বাহ্য অন্তর,

তুমি সুখ দুঃখ, তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ, তুমি শান্তি অশান্তি, তুমিই জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি,—ত্রিভুবনে যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তুমি জগদীশ্বরের মোহকারিণী, তুমি যোগনিদ্রা, তুমি মহানিদ্রা, তুমিই মোহনিদ্রা। হে বিশ্বময়ি! হে বিশ্বেশ্বরি! হে সনাতনি! প্রসন্ন হও মা এই অজ্ঞান সন্তান গণের প্রতি প্রসন্ন হও।

তার মা তারিণী তারা পতিত পাপাঙ্গে।
তপন-তনয় ত্রাসে তাপিত আতঙ্গে ॥
অপার ভবসাগরে তরঙ্গ অপার।
তরিতে তরণি নাই কিসে হব পার ॥
দয়া ক'রে দয়াময়ী দেও পদতরি।
ও তরি আশ্রয় করে দেই ভবপারি ॥
অনন্তরূপিণী তব অনন্ত মহিমা।
আগমে নিগমে বেদে নাহি তার সীমা ॥
কলুষনাশিনী কালী কাল-ভয়-হরা।
ভবের ভাবনা দূর কর ভবদারা ॥
দুর্গমে নিস্তার দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
মূর্খে মোক্ষ পদ দেও মোক্ষপ্রদায়িনী ॥
অম্বিকে অমোঘ শরে নাশিয়ে অসুরে।
অভয়া অভয় দানে তুষিলে অমরে ॥
আকুল হয়েছি মাগো অকূলে পড়িয়া।
আদ্যা শক্তি তুমি দুখ হর হরজায়া ॥
কাম্য কলাবতী তুমি কল্যাণকারিণী।
কালের সহায় তুমি কালের কামিনী ॥

সৃজন করিতে তুমি প্রকৃতিরূপিণী।
পালন করিতে তুমি জগতজননী॥
ভূভার হরণে চণ্ডী নৃমুণ্ডমালিনী।
লোলজিহ্বা অট্টহাসি ভৈরবভামিনী॥
উগ্রে উগ্রতারা তুমি স্থিরে স্থির মতি।
নানারূপ ধর মাগো হইয়ে প্রকৃতি॥
ক্ষিতি, অপ্, তেজ তুমি, তুমি ব্যোম বায়ু।
তুমি পরমাত্মা দেহে তুমি পরমায়ু॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অহঙ্কার।
ষড় রিপু রূপে আছ দেহের ভিতর॥
কুণ্ডলিনী রূপে মাগো থেকে মূলাধারে।
বাক্য রূপে বিরাজ কর মা জিহ্বা পরে॥
স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু শক্তি তুমি নারায়ণী।
নাভিপদ্মে রুদ্র শক্তি তুমি মা রুদ্রাণী॥
হৃদি পদ্মে হরশক্তি তারা ত্রিনয়নী।
কণ্ঠ পদ্মেতে তুমি নীলকণ্ঠ-মোহিনী॥
ভুরু মধ্যে পরশিব শক্তি সনাতনী।
সহস্রারে গুরুশক্তি তুমি মা শিবানী॥
হৃদি পদ্মে পাদ পদ্ম করিয়ে স্থাপন।
শব রূপে পড়ে পদে দেব ত্রিলোচন॥
মৃতসঞ্জীবনী তুমি কে জানে তোমায়।
জানিয়া তোমায় শিব হ'ল মৃত্যুঞ্জয়॥
লীলাময়ী তব লীলা বুঝিতে না পারি।
দেও ভক্তি মুক্তকেশী দুখ পরিহরি॥
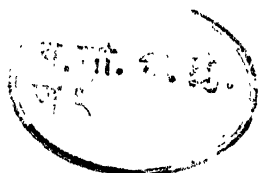
সাধক-বন্ধু।
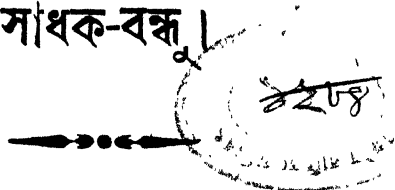
রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

নমস্তে কালিকে, গিরীন্দ্র বালিকে,
ত্রিলোকপালিকে তারিণী।
তুমি কুলকুণ্ডলিনী, কুলপ্রদায়িনী,
কল্যাণী কল্যাণ-কারিণী॥
জয় যোগমাতা, যোগেন্দ্র বাঞ্ছিতা,
যোগিজনার্চ্চিতা যোগিনী;
তুমি জগতপূজিতা, বেদে বেদমাতা,
যোগনিদ্রা যোগরূপিণী॥
জয় মা চণ্ডিকে, চণ্ডবিনাশিকে,
প্রচণ্ডে নৃমুণ্ড-মালিনী;
তুমি ভূভারহারিণী, ভূলোকপালিনী,
ভূতনাথ মনোমোহিনী॥

জয় শবাসনা, অসিতবরণা,
অসিতে অসুরনাশিনী ;
তুমি ভীষণনয়না, ভীষণবদনা,
ভীষণ-ভয়-উদ্ধারিণী ॥
জয় নগেন্দ্র নন্দিনী, গজেন্দ্রবাহিনী,
মহেন্দ্র-হৃদ-বিলাসিনী ;
তুমি কৃপাকল্পলতা, কিরীটভূষিতা,
কৃপাকর কৃপাদায়িনী ॥
জয় জগদ্ধাত্রী, জগতপ্রসূতি,
রবিসুতভয়হারিণী ;
তুমি কালবিনাশিনী, কালের কামিনী,
কালসঙ্গে সদা রঙ্গিনী ॥
জয় মা ভবানী, ভূতেশ রমণী,
ভবরাণী, ভবভাবিনী ;
তুমি ভব মনোরমা, ভবেরই ভাবনা,
ভাবিতে পারিনা জননি ॥
জয় গিরিশবনিতা, গিরীশদুহিতা
গিরিশহৃদয়-বাসিনী ;
ওমা তুমি গো জ্ঞানদা, সারদা বরদা,
অন্নদা দুঃখ-বারিণী ॥ ১ ॥

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

বল যে ভাবে, পাই তোমায় ভেবে, ভব পারে যেতে ভবরাণী ;

ভয়েতে আকুল, ভেবে পাইনে কূল, দেওমা কূল, হ'য়ে অনুকূল, আমায় প্রতিকূল হইওনা কুল-কুণ্ডলিনী।

কে জানে মা তারা তব গতিবিধি, সুষুম্না নাড়ীতে থেকে নিরবধি, ষড়রূপে ষড়-পদ্মে অবস্থিতি, করমা সর্ব্বদা চৈতন্যরূপিণী॥

আধারেতে আছ চতুর্দ্দল পদ্মে, ডাকিনী রূপে মা এই দেহ মধ্যে, ব্রহ্মা সহবাস কর গো মা আদ্যে, তুমি মহাবিদ্যে ব্রহ্মসনাতনী॥

ষড়দল পদ্ম আছে স্বাধিষ্ঠানে, বিষ্ণুসহ তারা অতি সঙ্গোপনে, রাকিণী রূপে মা আছ সেইখানে, কে তোমারে চিন্তে পারে নারায়ণী।

দশদল পদ্মে স্থিতি নাভিমূলে, লাকিনী রূপে মা অতি কুতূহলে, রুদ্র সহবাস কর মা বিরলে, তারগো বিমলে তারা ত্রিনয়নী॥

হৃদয়েতে দ্বাদশ দল পদ্ম'পরে, হর সঙ্গে আছ কাকিনী
রূপ ধ'রে, কেন মা বঞ্চনা কর এদাসেরে;
করুণা নয়নে হের মা তারিণী ॥
ষোড়শ দল পদ্ম কণ্ঠে বিকসিত, শাকিনী রূপে মা
তাহে বিরাজিত, সদাশিব সহ আছ আনন্দিত;
কেন নিরানন্দে ভাসাও গো জননী ॥
দ্বিদল পদ্ম ভূরুমধ্যে সুপ্রকাশ, হাকিনী নাম ধ'রে
করিতেছ বাস, পূরাও মা সর্ব্বদা পরশিব আশ,
ক'রনা নৈরাশ মহেশ রমণী ॥
সহস্র দল পদ্মে আছ ব্রহ্মরন্ধ্রে, বিশ্বরূপ শিব সহ
সদানন্দে, হংসী রূপে কেলি কর মা স্বচ্ছন্দে,
ঘুচাও মা দুশ্চিন্তে চিন্তা-নিবারিণী ॥ ২।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ভক্তি-যোগ বিনে, বল কেমনে, পাব মুক্তিপদ গো
জননী;
ব্যক্ত ত্রিজগতে, পতিতে তারিতে, তারিণী, পতিত
পাবনী,
তুমি ত্রিলোক পূজিতা ত্রিতাপ হারিণী।

অজ্ঞান নাশিতে তুমি মা জ্ঞানদা, সর্ব্ব সুখদাত্রী তুমি
গো সুখদা, মোক্ষ ফল দানে তুমি মা মোক্ষদা,
বরদানে তারা বরদা ভবানী ॥
মহামায়া তব মায়া বুঝা ভার, মায়াপাশে বদ্ধ এ
ভব সংসার, মোহ চক্রে জীবে ঘুরাও অনিবার,
পিতৃ দোষে তুমি হয়েছ পাষাণী ॥
ভয়ে ভীত জনে অভয় দেওমা ব'লে, তাইতে নাম
অভয়া ব্যক্ত ভূমণ্ডলে, হইওনা নিদয় মূর্খ পুত্র
ব'লে, কর আমায় কোলে নগেন্দ্র নন্দিনী ॥ ৩।

———o———

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

দেওমা মুক্তি পদ, হই নিরাপদ, রবিসুত-ভয়-
বিনাশিনী,
যদি না রাখ ওপায়, নাই অন্য উপায়, ঈশানী, অভয়-
দায়িনী,
তবে দয়াময়ী নাম কেউ লবে না জননী।
কল্যাণ-কারিণী তুমি মা কল্যাণী, অশিব নাশিতে
তুমি মা শিবানী, পতিতে তারিতে পতিত পাবনী,
সর্ব্ব সিদ্ধিদাত্রী তুমি মা সর্ব্বাণী ॥

অসুর নাশিতে হ'লে মা চণ্ডিকে, জগদ্ধাত্রী রূপে
ব্রহ্মাণ্ডপালিকে, কালভয় নাশিতে তুমি মা
কালিকে, ব্রহ্মাণী রূপে মা ত্রিলোক ব্যাপিনী॥
জয় দেওমা তারা জগত জননী, ভবেরই ভাবনা
হর মা ভবানী, উদয় হও মা হৃদে উমেশ-ঘরণী;
ত্রাহি মে ত্রাহি মে তারা ত্রিনয়নী॥ ৪।

রাগীণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

কোথা তারিণী, বিপদ-বারিণী, ওমা দুর্গমে দুর্গে
প্রসীদ;
আমি জ্ঞানহীন, ভজনবিহীন, ওগো অভয়া, দেও
পদ ছায়া, এই সংসার গারদে হই নিরাপদ।
তুমি অনন্ত জগতে অনন্ত রূপিণী, ব্রহ্মাণী রূপে মা
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, পূরাও মনস্কাম মহেশরমণী,
সদয় হ'য়ে দাসে দেও মোক্ষ পদ॥
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, শঙ্করী শঙ্কটে রক্ষগো
জননী, কালভয় নিবার মহাকাল-ঘরণী; কাল
পেয়ে কাল তারা হয়েছে আগত॥

তুমি মা কামদা সুখদা মোক্ষদা, তুমি মা জ্ঞানদা
সারদা বরদা, ভক্তেরই বাসনা পূরাও মা সর্ব্বদা,
ত্রাহি মে অন্নদা হয়েছি তাপিত ॥ ৫ ।

রাগিণী ভৈরবী।— তাল একতালা।

কোথা অম্বে জগদম্বে, ওমা শম্ভুবক্ষ-বিহারিণী;
তীক্ষ্ণ অসিতে, শুম্ভকে নাশিতে, রুদ্রাণী, হইলে
কৃপাণী, তুমি শান্তিময়ী তারা শান্তিবিধায়িনী ॥

তুমি মহাবিদ্যা আদ্যা সুপ্রসিদ্ধা, যোগিজন বাঞ্ছিতা
তুমি মা যোগাদ্যা, ত্রিদিববাসিনী ত্রিলোক-
আরাধ্যা, দুস্তরে নিস্তার তারা ত্রিনয়নী ॥

সৃজন করিতে প্রকৃতিরূপিণী, দেহ যন্ত্রে আছ হ'য়ে
মা যন্ত্রিণী, মনো মধ্যে তারা তুমি মা মন্ত্রিণী,
শক্তিরূপে রক্ষা কর গো শিবানী ॥

চতুর্দ্দল আদি সহস্রদল পদ্মে, নানাবর্ণে বিরাজ কর
দেহমধ্যে, সদয় হ'য়ে উদয় হওমা হৃদি পদ্মে,
নিত্য সিদ্ধ তারা মুক্তি-প্রদায়িনী ॥

দেখা দেওমা ভুতেশ্বর-বিলাসিনী, ভুতেরই ভাবনা
হর মা ভবানী, ভুতের বোঝা বইতে পারিনে
জননী, কর পরিত্রাণ ত্রিতাপ হারিণী॥ ৬।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ওমা শঙ্করী, উপায় কি করি, কেমনে দেই ভব পারি;
তরিতে তারিণী, নাহি মা তরণি, নিরূপায়, ঠেকে
প্রাণ যায়, যদি না রাখ ওপায় কিসে ভবে
তরি।
বঞ্চিত হ'য়ে মা বাঞ্ছিত শ্রীপদে, সঞ্চিত পাপেতে
পড়েছি বিপদে; যেখানে যাই আপদ ঘটে পদে
পদে, সংসার গারদে বৃথা খেটে মরি॥
মূলাধারে তুমি কুলকুণ্ডলিনী, স্বয়ম্ভু সম্ভবা চৈতন্য
রূপিণী, তুমি প্রাণ বায়ু আয়ুস্বরূপিণী, অশিব
বিনাশ শিবে শুভঙ্করী।
রবিশ্মুতে হেরি মুদে দ্বিদল পদ্ম, রুদ্ধ হবে যেদিন
ষোড়শদল পদ্ম, দ্বাদশদল পদ্মে সেদিন ঐ পাদ
পদ্ম, দেখিতে পাই যেন এই ভিক্ষা করি। ৭।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ওমন কিভাবে, আছ এভবে, ভাবনা কি হবে অন্তে;
এই শুভদিন কভু চিরদিন, স্থায়ী নয়, জলবিন্দু প্রায়;
ওমন জানিবে যেদিন বাঁন্ধবে কৃতান্তে।
ভাই ভগ্নী দারা পুত্র পরিজন, জীবন সত্ত্বে তারা
সকলই আপন, যেদিন ভবলীলা হবে সমাপন,
ছোবেনা তখন কেহ প্রাণান্তে॥
দিন থাকিতে ওমন শুন তোমায় বলি, সঘনে বদনে
বল কালী কালী, কালেরই ভাবনা নাশিবেন
কালী, চিরকালের তরে হবে নিশ্চিন্তে॥
অনিত্য ভাবনা কর পরিহার, দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক
অনিবার, করিবেন মা দুর্গে দুর্গমে উদ্ধার,
মহিমা অপার ওপদ প্রান্তে॥ ৮।

—○—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

ত্রিতাপ হারিণী তারা তাপিতে কর করুণা।
দুর্গমে অজ্ঞানে এবার সদয় হও মা ত্রিনয়না॥
কোথাগো মা দাক্ষায়নী, তুমি মা কুলদায়িনী, অকূলে
ডোবে পরাণী, অনুকূল হও শবাসনা॥

মা তোমায় এসেছি ব'লে, জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, পূজব
তোমায় বিল্বদলে, ছিল বাসনা—যখন এলেম
তোমায় ছাড়ি, ধাত্রীদিল কেটে নাড়ী, তুমি
দিয়ে মায়া বেড়ী, আমাকে কল্লে বন্ধন॥৯

—•—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

দিনে দিন ফুরাল তারা দীনের উপায় কি করিলি।
দীন হীন সন্তানে বুঝি এতদিনে ভূ'লে গেলি॥
আয়ুঃদিবা অন্ত হল, নিকটে কাল রাত্রি এল, ভয়েতে
প্রাণ আকুল মা হ'য়ে নিশ্চিন্তে রইলি॥
শম্ভুসহ নিদ্রা যোগে, কতদিন থাক্‌বি না জেগে,
জাগভক্তি যোগে যাগে, মা তোরে বলি—
দেখে তোরে ঘুমের ঘোরে; ঢুকেছে চোর
মণিপুরে, সর্ব্বস্ব নেয় চুরি ক'রে, দেখ্ মা
একবার নয়ন মেলি॥ ১০॥

—o—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

দিন দয়াময়ী তারা সেদিনের আর কদিন বাকী।
যেদিনে শমনে জীবন নিয়ে যাবে দিয়ে ফাঁকি॥

আছি মা সংসার আমোদে, মত্ত হ'য়ে মায়া মদে,
ভাবিনা ভাবী বিপদে, ব'লেদে উপায় হবে কি ॥
ভবের খেলা সাঙ্গ ক'রে, যাব যেদিন ভবপারে,
অপার ভব সাগরে, পারের উপায় কি—
দুস্তরে জীব তার ব'লে, তারা নাম ধর ভূতলে,
যেন দুর্গে অন্তকালে, হৃদ কমলে তোমায় দেখি ॥ ১১ ॥

—o—
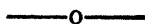
রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

ঘুচাও মা ভব ভাবনা ভবদারা ভবরাণী।
অপার ভবসাগরে ত্রাহি মে জগৎ তারিণী ॥
মহামায়া মায়া ঝড়ে, মোহ তুফান উঠ্‌লো বে'ড়ে,
কুল দেও মা অকুল পাথারে, ওমা কুলকুণ্ডলিনী ॥
সাথের সাথী ছিল যারা, কালের তাড়া পেয়ে তারা,
বোঝাই দিয়ে পাপের ভরা, গেল জননী—
দুর্গমে তরিব ব'লে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে, দুস্তর ভব সলিলে, দেহি মে চরণ তরণী ॥ ১২ ॥

—•—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

নিজ দোষে দোষী আমি তোমায় কি দোষ দিব শ্যামা।
স্বকৃত পাপসলিলে ভাসি হর-মনোরমা॥
না ভাবিয়ে কর্ম্মসূত্রে, কাটিলাম কূপ পুণ্যক্ষেত্রে,
কাল জল উঠিল তাতে (এখন) কালের হাতে
ঠেকেছি মা॥
কি হবে মা দীনের উপায়, দীনের দিনত ফুরিয়ে
যায়, রবিসুত আগত প্রায়, অভয় দেও গো
মা—দুর্গানামে দুখ হরে, ডাকি দুর্গা মা তোমারে,
ভাসাওনা দুখনীরে, ক্ষেমঙ্করী কর ক্ষমা॥ ১৩॥

———o———

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

নিত্য সিদ্ধময়ী তারা আয় মা আয় মম সমরে।
দেখিবে আজ জগত জনে মাতা পুত্রে যুদ্ধ করে॥
ভক্তি প্রেম রথে চড়ে, ভজন পূজন অশ্ব যুড়ে, মন
রথী সারথি ক'রে, রণ করব হৃদি মাঝারে॥
শঙ্করী তোর সহ রণে, শঙ্কা না করি মরণে, ডঙ্কা
মেরে মুক্তি ধনে, লব এবারে—ত্বরা ক'রে আয়
দয়াময়ী, দেখ্‌ব তুই কেমন শক্তিময়ী, আজ রণে
মা হইব জয়ী, ব্রহ্মময়ী, তোর নামের জোরে॥
। ১৪।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

ত্রাহি মে ত্রাহি মে তারা দেহি মে চরণ তরণী।
অন্তিমে কৃতান্ত করে রেখ কৃতান্তবারিণী॥
অনন্ত রূপিণী গো মা, অসীমা তব মহিমা,
স্বগুণে সদয় হও শ্যামা, কলুষ ভয়নাশিনী॥
শিব উক্তি আছে তন্ত্রে, কে পারে মা তোমায়,
চিন্তে, বিরাজ কর দেহ যন্ত্রে, হ'য়ে যন্ত্রিণী—
মস্তকে মান সরোবরে, সহস্রদল পদ্ম'পরে,
বেড়াও হংসী রূপ ধ'রে, ওগো কুল কুণ্ডলিনী॥

। ১৫।

—o—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

দোহাই মা তোর মুক্তকেশী মুক্তি দে মা মায়াপাশে।
সাধনের পথ হারা হ'য়ে সাধ নাই আমার ভববাসে॥
দিয়েছিস্ যে মায়া বেড়ী, পলাইতে নাহি পারি,
ব'লে দে উপায় শঙ্করী, চরণ তরি পাব কিসে।

সাড়ে তিন হাত দেহ তরি, কেমনে দেই ভব পাড়ি,
হতেছে আতঙ্ক ভারি, মরি হুতাশে—খালাস
দে মা এই ভিক্ষা চাই, ক্রমে ভব পারেতে যাই,
চেয়ে দেখ্‌মা আর বেলা নাই, নিকটে কাল
রাত্রি আসে ॥ ১৬।

—o—
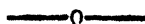
সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

বল মা তারা দীনের উপায়।
আমি বিষয় বিষপানে মত্ত অসক্ত ভক্তিতে হৃদয় ॥
জননীর জঠরে থেকে বলেছিলেম পূজব তোমায়,
হয়ে ধরায় পতন, হ'লেম পতন, শঙ্করী ভুলিয়ে
তোমায় ॥
সংসারে সং সেজে কেবল ঘু'রে বেড়াই মহামায়ায়,
আমি কুপুত্র জন্মেছি ব'লে তুই কি মা হইবি
নিদয় ॥
ভক্তি বিনে মুক্তি নাই মা এযুক্তি সকলেতে কয়,
আমার নাই মা শক্তি, কত্তে ভক্তি, মুক্তি পথ
বলে দে আমায় ॥ ১৭।

—o—
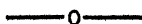
সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

আর কত দিন ঘুরাইবি।
আমায় মহামায়া মায়াজালে চিরকালকি বেন্ধে
রাখবি॥
কুপুত্র জন্মেছি বলে কুমাতা কি তুই হইবি, মা তুই
পতিতপাবনী হ'য়ে আমারে কি ফাঁকি দিবি॥
তরে ভক্ত নিজগুণে তারে কি দয়া দেখাবি,
আমার নাই মা ভক্তি বু'ঝব শক্তি, আমাকে মা
মুক্তি দিবি॥
প্রিয় পুত্র ভক্তগণে অবশ্য মা চরণ দিবি, মা তোর
ত্যাজ্য মূর্খপুত্র আমি আমার গতি কি করিবি॥১৮॥

—o—

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

যেদিকে চাই সেই দিক আন্ধার।
ওমা পাষাণী পাষাণ মেয়ে দয়া নাই দয়াময়ী
তোমার॥
মাতৃহীন হইলে পুত্র সংসারে কি সুখ আছে তার,
আমি জন্মে ধরায় মাগো তোমায় দেখিতে না
পেলেম একবার॥

মা মা বলে কেন্দে কেন্দে দুখে জনম গেল আমার,
যদি তোমা বিনে মরি প্রাণে হবে বধের পাপী
এবার ॥

পুত্রের ধন দিলে পতিকে এই কি তারা মায়ের
বিচার, জানি মাতা পিতার ধন পায় পুত্রে তুমি
কল্লে উল্‌ট ব্যাভার ॥ ১৯।

—o—
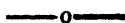
স্থর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

এই কি তারা মায়ের বিচার।

পুত্রে ফাঁকি দিয়ে চরণ পতিকে দিলি উপহার ॥

মায়ের স্নেহে পিতার আদর এ রীতি জগতে প্রচার,
যে মা পুত্রকে অযতন করে পিতার স্নেহে ভরসা
কি তার ॥

ত্যাজ্য পুত্র কল্যে আমায় গতি কি হইবে আমার,
একবার ক্ষমা করে ক্ষেমঙ্করী চরণ তরি দে মা
এবার ॥ ২০।

—o—

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

সংসারে আর সুখ নাই তারা।
আমি মাতৃহীন বালকের মত কেন্দে কেন্দে হলেম সারা॥
অনর্থ অর্থ কুচিন্তা দিবারাত্র আছে ঘেরা, মা তোর ভবচক্রে ঘুরে ঘুরে ভেবে হ'লেম আত্ম-হারা॥
ভাই বন্ধু দারা পুত্র সংসারেতে আছে যারা, তারা সব বিরুদ্ধে, লাভের মধ্যে যোগায় কেবল পাপের ভরা॥
দীনহীন সন্তানে দয়া কর গো মা ভবদারা, এই ভবের খেলা সাঙ্গকালে হই না যেন চরণ ছাড়া॥

২১।

—০—

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

এই ভিক্ষা চাই ওমা তারা।
যেন অবিরাম রসনা যন্ত্রে দুর্গা বলে ভবদারা॥
কাল পেয়ে কাল সমন এসে যখন আমায় দিবে সারা, শুনে কালের ডঙ্কা, পেয়ে শঙ্কা, হইনে যেন আত্মহারা॥

বিতর করুণা বারি কাতরে কাল-ভয়-হরা, সেই
দিনান্তে প্রাণান্ত কালে ক'র মা মা চরণ ছাড়া ॥
২২।

—•—

স্থর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

(ওমা) না ভ'জে তোর চরণ দুটী।
আমার সঞ্চিত ধন ছিল যত ক্রমে সে সব হ'ল মাটী॥
ঘুরে বেড়াই ভবচক্রে তিলেক তরে নাই মা ছুটী,
আমি অনিত্যধন লাভের জন্য কেবল ভুতের
বেগার খাটী॥
ভাবিনা মা মন ভ্রমে পরিণামে ঘ'টবে যেটী,
আমায় কর্ম্মছাড়া, দেখে তারা, জুটেছে পাপ রিপু
ছয়টী॥ ২৩।

—•—

স্থর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

তারা গো আমায় এই করিলি।
আমায় মায়া ডোরে ভবচক্রে বেন্ধে রেখে লুকাইলি॥
দয়াময়ী হ'য়ে মা তুই আমাকে নিদয় হইলি,
কেন মহামায়া ছায়ার মত দেখা দিয়ে ফাঁকি দিলি॥

আশা দিয়ে এনে ভবে আশাতে নৈরাশ করিলি,
দিলি বৃথা সম্পদ না দিয়ে পদ পদে পদে ঠেকাইলি।
কালীনামে চিরকালই কালের মুখে পড়ে কালী,
ক'রে আজি কালী ব'লতে কালী কাল গু'ণে মা
হ'লেম কালী॥　২৪।

—o—

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

এই কি মা তোর ভবের খেলা।
বেন্ধে মোহসূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে মিলাও পঞ্চ ভূতের
মেলা॥
কেহর পক্ষে হও পাষাণী কেহর প্রতি দয়াশীলা,
আমি জানিনা মা কেন লোকে তোরে কয় সর্ব্ব
মঙ্গলা॥
সংসারের কুটিল গতি বুঝা বড় বিষম জ্বালা,
মা তুই অনন্তরূপিণী তায় জান্তে সাধ্য নাই
তোর লীলা॥　২৫।

—o—
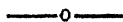
সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

তারা তুই কি যাদুকরের মেয়ে।
সেজে চতুর্ভুজা কর মজা পতির বুকে পদ দিয়ে॥
মুক্ত কেশী অট্টহাসি অসিতে অসুর নাশিয়ে,
কল্লে একি কাণ্ড নরমুণ্ড রেখেছ গলায় পরিয়ে॥
ভাবেতে হইয়ে বিভোর আছে ভোলা পায় পড়িয়ে,
মা তোর এভাবের ভাব ভাবতে নারি ভেবে মরি
ভাব না পেয়ে॥
যে ভাবে ভাবিয়ে ভক্ত ভবার্ণবে যায় তরিয়ে,
একবার দেখা সেই ভাব ভবদারা দেখি মা নয়ন
ভরিয়ে॥ ২৬।

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

কেন মন বেড়াও বৃথা কাজে।
ও তুই নিশ্চিন্ত র'লি কি বুঝে॥
শমন রাজার প্রজা তুই মন কর মজা মায়ায় ম'জে,
ও তোর দেখে পাপের ধ্বজা, দিবে কঠিন
সাজা, সাধন পথে চল সহজে॥

সংসারেতে মত্ত হওয়া অনিত্য দেহে কি সাজে,
তুই কি জান না রে মন, বিষয়-বিষ ভোজন, কর
অকারণ ভবের মাঝে ॥
দিন থাকিতে ও ভোলা মন সাবধান হও বুঝে সুজে,
একবার দেও করতালী, বল জয় কালী, কালে
কাল পলাবে লাজে ॥ ২৭

সুর রামপ্রসাদী।—তাল আড়খেমটা।

মন তুমি এত ভ্রান্ত কেনে।
একবার দুর্গা দুর্গা বল বদনে ॥
মানসে বানায়ে মাকে বসাওনা হৃদ পদ্মাসনে, ওমন
প্রেম অশ্রুজলে, আনন্দ হিল্লোলে, স্নান করাও
মায় সযতনে ॥
বাসনা পূরাও পরায়ে সাধন ভজন যোড় বসনে,
ও মন মুদে দুটী আখি, শ্রদ্ধা চন্দন মাখি, ভক্তি
পুষ্পাঞ্জলি দেও চরণে ॥
পঞ্চভূতে ধূপ ক'রে মন পোড়াওনা বিবেক আগুনে,
ওমন সুনীতি সুমতী, জেলে দুই বাতি, জ্ঞানের
প্রদীপ দেও এক্ষণে ॥

প্রবৃত্তি নৈবেদ্য দেও মন নিবৃত্তি উপকরণে, ওমন
দিয়ে করতালি, জয় দুর্গা বলি, বলিদান দেও
রিপুগণে ॥

দক্ষিণান্ত ক'রনা মন থেকে এভব ভবনে; এই ভবের
খেলা ছেড়ে যাবার বেলা, দক্ষিণা দিও জীবনে।
২৮।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

লীলাময়ী তুই মা তারা তোর লীলা বুঝিতে নারি।
মা হয়ে সন্তানে ওমা রেখেছিস গারদে পূরি।

জানি না গো জগন্মাতা, কেমন তোর স্নেহ মমতা,
কি দোষে হ'য়ে কুপিতা, পুত্রে দিলি মায়া বেড়ী ॥

তুইতো মা জগতপ্রসূতি, অনন্ত সন্তান সন্ততি, প্রসব
ক'রে দিবারাতি, ওগো শঙ্করী—পিতার করে
কর অর্পণ, পিতা তায় কচ্ছেছে নিধন, দেখে শুনে
পুত্রের মরণ, ক্ষমা নাই তোর ক্ষেমঙ্করী ॥ ২৯।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

হরমা কলুষ ভার ওগো হরমমোহিনী।
অভাবে পড়েছি এবার স্বগুণে তার তারিণী ॥
সাধনের পথ ছিল যত, ক্রমে সে সব হল হত, পঞ্চ-
ভূতে অবিরত, আমায় করে ধ'রে টানাটানি ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি ভজন পূজন, সাথের সাথী এ চারি জন,
সকলে কল্যে পলায়ন ওগো জননী—পড়েছি
মা ঘোর সঙ্কটে, বন্ধু নাই কেউ ভবের ঘাটে,
ছয় বেটা কুমন্ত্রী জুটে, তটে ডুবাল তরণী ॥ ৩০।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

বাসনা নাই ভববাসে বাসনা পূরাও জননী।
চরমে পরমাপদে শ্রীপদে রেখ তারিণী ॥
জন্ম নিয়ে এই ভবে, মত্ত অনিত্য বৈভবে, পারের
উপায় পাই না ভেবে, কি হবে বল ভবানী ॥
পড়িয়ে ভব বিপাকে, দুর্গা বলে যে জন ডাকে,
দুর্গমে নিস্তার তাকে, পুরাণে শুনি—এই মূঢ়
অকিঞ্চনে, স্বগুণে রাখ চরণে, হের করুণা নয়নে,
ওগো হরমমোহিনী ॥ ৩১।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

আর কতকাল ফাঁকি দিবে ওগো কালমনোরমা।
কালে কাল হইল গত কালের হাতে পড়েছি মা॥
না ভাবিয়ে কালাকালে, চিরকাল গেল বিফলে,
কালান্তে কাল কবলে, যেতে হ'ল ওমা শ্যামা॥
ত্বং হি সৃষ্টি ত্বং হি স্থিতি, ত্বং পুরুষ ত্বং প্রকৃতি,
ত্বং হি জ্ঞান ভক্তি মুক্তি, ত্বং নিরুপমা—পাপোহং
পাপ কর্ম্মাহং, পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ দেহি মে পদপল্লবং,
ত্রাহি মে ত্রাহি মে উমা। ৩২।

—o—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

কত দুঃখ দিবে তারা ওমা মোক্ষপ্রদায়িনী।
আজীবন দুঃখ সাগরে ভাসিব কি ভবরাণী॥
জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, সুখ ছাড়া নই কোন কালে,
আগে পাছে দুখ চলে (আমি) যেখানেতে যাই
জননী॥
জঠরে কঠোর দুঃখ, ধরায় এসে হ'লেম মূর্খ, সূক্ষ্ম
মোক্ষপদ লাভে রিপুবিপক্ষ—সুখার্ক ঘিরিল
কালে, নাই মা লক্ষ্য কালাকালে, কৃতান্ত করাল
কবলে, রক্ষ মাং করালবদনী॥ ৩৩।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

যন্ত্রণা সহেনা তারা এভব পান্থনিবাসে।
ক্লান্ত হয়েছি অত্যন্ত বল্ মা শান্ত হব কিসে॥
না পেয়ে তোর পদপ্রান্ত, ঘু'রে ঘু'রে হ'লেম শ্রান্ত,
হল আমার জীবনান্ত, চল্লেম কৃতান্ত সকাশে॥
যতই মা ভাবি অন্তরে, ততই তুই থাকিস্ অন্তরে,
তোরে না দেখে অন্তরে, মরি হুতাশে—দিবানিশি
ক'রে চিন্তে, মা তোরে না পেলেম চিন্তে, তুই ত মা
রইলি নিশ্চিন্তে, (আমি) চিন্তার্ণবে বেড়াই ভেসে।

৩৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

করি প্রার্থনা জননী।
ত্রিতাপহারিণী মা; ওমা তপন-তনয়, তাপে প্রাণ
যায়, তাপিতে সদয় হও মা তারিণী॥
স্বগুণেতে দয়া কর মা শিবানী, নিগু'ণে বঞ্চনা ক'রনা
ঈশানী; দেও না হৃদি পদ্মে পাদপদ্ম দুখানি,
ত্রাহি মে দুর্গমে পদ্মবিলাসিনী॥

জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা নাম উচ্চারণে, নাই মা শঙ্করী
আশঙ্কা মরণে; শক্তিহীনে শক্তি দিও মা
নিদানে (যেন) অন্নদা বদনে বলে নারায়ণী ॥
৩১।

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

পূরাও বাসনা শিবানী।
জগত বন্দিনী মা; আমার বাঁচিতে সাধ নাই, এই
ভিক্ষা চাই, চরমে দিও মা চরণ তরণি ॥
ভ্রমান্ধ হ'য়ে মা ভ্রমি ভূমণ্ডল. তুচ্ছ করে ও পাদপদ্ম-
পরিমল, পান করি সদা বিষয় হলাহল, ভরসা
কেবল তুমি গো ঈশানী ॥
কুপুত্র যদ্যপি জন্মে ভূমণ্ডলে, কুমাতা কদাপি না হয়
কোন কালে, স্নেহময়ী মাতা সকলেতে বলে,
সে বলে মোক্ষফল চাই গো জননী ॥
যে দিকে চাই তারা সে দিক পাপময়, যেখানে যাই
তথা পাপেরি আশ্রয়, পাপতাপে সদা তাপিত
হৃদয়, পতিত অন্নদায় তার মা তারিণী ॥ ৩৬॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

করি কি উপায় ঈশানী।

অভয়দায়িনী মা; আর কত দিন ভবে, বল্ মা এই
ভাবে, ভাবিতে হবে গো ওমা ভবরাণী॥

দিনে দিনে অস্ত হ'ল শুভ দিন, সুখান্ত ক'রে মা
আগত কুদিন; দিনমণিসুতে বান্ধিবে যে দিন,
দীন ব'লে সে দিন কে রাখ্বে জননী॥

অনিত্য বৈভব এ সুখ সম্পদ, ভব পারাবারে
ঘটাবে বিপদ, কিসে বল্ মা তারা হব নিরাপদ,
পাব মোক্ষপদ মোক্ষপ্রদায়িনী॥

অকূল পাথারে ওমা ব্রহ্মময়ী, চরমে শমনে কি সে
হব জয়ী; কে আছে বল্ তারা বল তোমা বই,
কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ভবানী॥ ৩৭॥

———o———

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

তার এ দিনে তারিণী।

কুলদায়িনী মা; ওমা আর কত বার ভবে, এ'সে
এই ভাবে, জঠর যন্ত্রণা পাব গো জননী॥

জন্ম নিয়ে ভবে আশি-লক্ষবার, বহু কষ্টে পেলেম
মানব কলেবর ; কি জানি কি ভাগ্যে ঘটে এই
বার, যদি না নিস্তার কর মা ঈশানী ॥
মাতৃ-গর্ভে ওমা ঊর্দ্ধপদে থেকে, বলেছিলাম এবার
ভজিব তোমাকে; ধরায় এসে প'ড়ে মোহ দুর্ব্বি-
পাকে, মত্ত হয়ে তত্ত্ব ভুলেছি শিবানী ॥
অহমতিগতি কলুষিত অতি, তাহে যদি বিরূপ হও
মম প্রতি ; ভবার্ণবে কিসে পাব মা নিষ্কৃতি
বল মা সংপ্রতি পতিতপাবনী ॥ ৩৮ ।

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

তোমায় কেজানে কল্যাণী ॥
শিবে শিবানী মা, তুমি স্বগুণে সাকারা, সর্ব্বসারাৎ-
সারা, নিরাকারা তারা নির্গুণে ব্রহ্মাণী ॥
সত্ত্বগুণে ওমা তুমি পদ্মালয়া, রজোগুণেতে সাবিত্রী
মহামায়া, তমোগুণে তুমি পার্ব্বতী অভয়া,
দুর্গতি হর মা হরমনোমোহিনী ॥
অসুর নাশিতে হ'লে দশভুজা, সত্ত্ব-রজ-তমগুণে
মহাতেজা, বীরপ্রসবিনী তুমি মা বিরজা,
বিশ্বেশ্বর জায়া বিশ্বপ্রমোদিনী ॥

প্রকৃতি অন্নদা কৃত কর্ম্ম দোষে, ঘু'রে বেড়ায় সদা সংসার প্রবাসে; প্রাণান্ত হয় তারা বিষয়কর্ম্ম বিষে, কৃতান্ত প্রদেশে রেখ মা তারিণী। ৩৯॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

হর ভাবনা ভবানী।

হর মোহিনী মা; তুমি ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণ-ধারিণী, নিজগুণে তারা তার ত্রিনয়নী॥

জীবনান্তে ওমা শমন-ভবনে, মুক্তি পাব কিসে কৃতান্ত বন্ধনে, তুমি শান্তিময়ী শান্তি-নিকেতনে রেখ পদপ্রান্তে সন্তানে জননী॥

সাধন ভজন পূজন বিহীন পাপাঙ্গে, হের মা তারিণী করুণা অপাঙ্গে, ডোবে দেহ তরি ভবেরি তরঙ্গে, ত্রাহি মে আতঙ্কে ওমা নিস্তারিণী॥

শুষ্ক বিচার ক'রে ওমা জগন্মাতা, মূর্খে মোক্ষপদ দেও মা দক্ষসুতা; তুমি ভিন্ন জীবের আছে কি ক্ষমতা, মহাশক্তি তুমি শক্তিবিধায়িনী॥ ৪০॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

দেও মা শ্রীপদ তরণি।

সুরবন্দিনী মা ; ওমা ষড়রিপুসনে, সংসার প্রাঙ্গণে,
সমরে সহায় হও মা তারিণী।

অলক্ষ্য ভাবেতে থেকে রিপুগণ, লক্ষ্য ক'রে শর
করে বরিষণ ; জ্ঞানহারা তারা হইয়ে তখন,
কুকার্য্য সাধন করি গো জননী॥

মনরথী সারথী হ'ল শশব্যস্ত, বিবেক তূণে পূরে
দেও মা বৈষ্ণবাস্ত্র, বৈরাগ্য কার্ম্মুকে যুড়ে সেই
অস্ত্র নারায়ণী মন্ত্রে ছাড়িব এখনি॥

অসুর নাশিয়ে সুরগণ রক্ষিতে, সমররঙ্গিণী হ'লে
সমরেতে, সন্তানের দুখ দেখে স্বচক্ষেতে, সদয়
হওনা কেন হ'লে কি পাষাণী॥৪১॥

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ত্বং হি অনন্তরূপিণী।

ত্রিগুণধারিণী মা ; ওমা অহমতিভ্রান্ত, কর দুখ অন্ত,
শান্ত দান্ত তারা কৃতান্ত বারিণী॥

কে জানে মা তারা তব গুণ-গরিমা, বিধি বিষ্ণু
শিব দিতে নারে সীমা ; আমি জ্ঞান অন্ধ কেমনে
কহি মা, অসীম মহিমা ধর গো জননী ॥
ত্রিদিববাসিনী ত্রিনয়নী তারা, ত্রিলোক-আরাধ্যা
সর্ব্ব-সারাৎসারা, তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বপাপহরা,
ভবদারা ভব-ভয়-উদ্ধারিণী ॥
ভব-লীলা-খেলা ভু'লে যে সময়, মমাত্মা মিশিবে
পঞ্চভূতাত্মায় ; সে দিনে এ দীনে রেখ রাঙ্গাপায়,
গতিহীন অন্নদায় ভু'ল না তারিণী ॥৪২॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ওমা অসুর নাশিনী।

দুখ হারিণী মা ; ওমা হর দেহভার, অসুর সোদর
ষড়রিপুগণে সংহার জননী ॥
কর্ম্মদোষে ওমা এসে কর্ম্মভূমে, পরম পদে বঞ্চিত
হলেম মা চরমে ; বাজ সম পাপ বাজে এমরমে
ধর্ম্মপথে পতিত হ'লেম মা ঈশানী ॥
চণ্ডমুণ্ডে খণ্ড ক'রে তীক্ষ্ণাসিতে, চামুণ্ডারূপিণী
সুরগণ তোষিতে, সুরপ্রিয় আমি আমাকে
নাশিতে, কোন রূপেতে দেখা দিবে ভবরাণী।

সংসার সমরে হতে পরিত্রাণ, ভক্তি ধনুর্গুণে যুড়ে মুক্তিবাণ; ব্রহ্মময়ী মন্ত্রে করিব সন্ধান, যায় যাবে প্রাণ তরিতে তারিণী॥ ৪৩॥

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

কেমন করুণা মা তোমার।

দেখিব এবার মা, ওমা মায়াচক্রে ফেলি, যেমন চালাও চলি, যেমন বলাও বলি, কিদোষ মা আমার॥

কীট পতঙ্গাদি জীবগণ যত, সকল দেহে শক্তিরূপে বিরাজিত; তবু কেন জীব হয় মা পাপে রত, তুমি পঙ্কাশ্রিতা সর্ব্ব মূলাধার॥

যত বার ভবে হইব ভূমিষ্ঠ, তত বার সঙ্গে থেকে পাবে কষ্ট; কেন মা সন্তানে হওনা সন্তুষ্ট; কি অভীষ্টসিদ্ধি কর বুঝা ভার॥

তারিণী নাম ধর পতিতে তারিতে, বুঝা যাবে ওমা এবার আমা হতে; যদি হয় পুনঃ ভবেতে আসিতে, নামেতে কলঙ্ক হইবে প্রচার॥ ৪৪।

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

আছ কি সুখে ভোলা মন।

হওনারে চেতন; ঐ দেখ সুখেরি আকাশে, পাপ
মেঘ এসে, আবরিছে তোমার জীবন তপন॥

পাপ তাপ ঘনঘটা গরজনে, নিরয় বিদ্যুত খেলিছে
সঘনে; সিক্ত হবে দুখ বারিবরিষণে, এ সুখ
সম্পদ হবে বিমোচন॥

কৃতান্ত-কোদণ্ড-অশনি সম্পাতে, চূর্ণহবে দেহ নারিবে
রক্ষিতে; শূন্যময় তখন হেরিবে চক্ষেতে,
ভব-জলধিতে হইবে মগন॥

দিন থাকিতে ও মন কৃতাঞ্জলি ক'রে, বল মা জয়দুর্গা
রসনা ঝঙ্কারে; যাবে পাপ মেঘ দুর্গানাম
হুঙ্কারে, প্রবাহিত হবে শান্তি-সমীরণ॥ ৪৫।

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

ভজ কৃতান্তবারিণী।

চিন্তে রূপিণী মায়; তারা ত্রিলোক-অর্চ্চিতা,
ত্রিলোক অতীতা, ত্রিলোক ব্যাপিতা ত্রিলোক-
তারিণী॥

ভুলে গিয়ে মন সে ভবকান্তারে, মত্ত হ'য়ে আছ
এভব কান্তারে, দুরন্ত কৃতান্ত কিঙ্করের করে,
নিস্তারিবে কে আর বিনে নিস্তারিণী॥

দুষ্টরিপুগণ হয়েছে বলিষ্ঠ, অনিত্য সুখে মন হতেছ
সন্তুষ্ট, ভাবনা কি মন ভাবি ইষ্টানিষ্ট, কষ্ট পাবি
বিমুখ হ'লে নারায়ণী॥

সংসার তরঙ্গে হইতে নিস্তার, কুৎসিত কুসঙ্গ কর
পরিহার; সৎসঙ্গে রঙ্গে কর মন বিহার,
দুর্নিবার আতঙ্কে তারিবে ঈশানী॥ ৪৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

উদয় হও মা হৃদি পদ্মে ওগো পদ্মবিলাসিনী।
সাধ্য নাই করিতে সাধন ভবারাধ্য পা দুখানি।

জন্ম জন্ম কর্ম্মফলে জন্ম নিয়ে এভবে, আজন্ম
পেতেছি দুখ এজন্মে গতি কি হবে; তুমি বিনে
কে নিস্তারিবে পতিতপাবনী।

গতি মতি হীন পাপাঙ্গে; এঘোর ভব তরঙ্গে, হের
করুণা অপাঙ্গে ভব রঙ্গিণী; অনন্তরূপিণী তুমি
অনন্ত তব মহিমা, আগমে নিগমে বেদে দিতে
নারে মা তব সীমা, স্বগুণে সন্তানে ক্ষমা কর
তারিণী॥ ৪৭।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

আয় মা আয় সাধনাকাশে শরাসনা শিবরাণী।
হর অজ্ঞান তিমির জ্যোতির্ম্ময়ী ত্রিনয়নী॥
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত দর্শনাদি তারাদলে, খচিত
করিয়ে মাগো সাধনা নভোমণ্ডলে, ঢেকে মোহ
জলদজালে রেখেছ জননী।
নিজগুণে মা হ'য়ে ব্যক্ত ক'রে মায়া মেঘযুক্ত দেখা
দে মা মুক্তকেশী শশিবদনী; কাতরে বিতর দয়া.
দয়াময়ী পতিতপাবনী, জঠর যাতনা আর মা
সহে না জগৎতারিণী; ভবে যাতায়াত হ'তে
তার তারিণী॥ ৪৮।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

গতিহীন পতিত দীনে তার পতিতপাবনী।
অধমে অন্তিমে পদে রেখ গো মা দাক্ষায়ণী॥
কিঙ্করে করুণা কর করুণাময়ী কল্পলতা, পাশ মুক্ত
কর গো মা হর নশ্বর মমতা; পুন যেন ভবে
আসিতে না হয় জননী।

বৃথা মায়া মদে ভুলে চিরদিন গেল বিফলে, কাল
পেয়ে আসিয়ে কালে, গ্রাসে ঈশানী ;—দেখা
দেও মা অবিলম্বে জগদম্বে ভবরাণী, হের নিরা-
লম্বে অম্বে শম্ভুবক্ষবিলাসিনী, কৃপাম্বু দানেতে
দুখ হর তারিণী ॥৪৯॥

—o—

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

বল মা তারা ভবদারা আমার গতি কি হইবে।
ভাবিতে ভাবিতে ওমা এজনম কি বৃথা যাবে ॥

অভাব্য ভাবনা ভেবে ভবে এসে হ'য়ে পতিত, স্বীয়
কর্ম্মদোষে তব হয়েছি চরণ-চ্যুত, দিনে দিনে
হ'লেম হত সাধন অভাবে।

আমায় আশা দিয়ে পাঠা'লে ভবে, কতদিন রব এ
ভাবে, ভবেরি দুর্ল্লভ পদ দিবে মা কবে ;
করুণা কর মা তারা করুণাময়ী দীন হীনে
বঞ্চনা ক'রনা মাগো বাঞ্ছিত চরণ-প্রদানে, আর
লাঞ্ছনা সহেনা এসে দেখা দেও শিবে ॥৫০॥

—o—

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

কলুষনাশিনী কালী কল্যাণী কাল-ভয়হরা।
কৃপা কর কৃপাময়ী করালিনী কালদারা॥

কর্ম্মভূমে যে কুকর্ম্ম করিতেছি কালে কালে, কৃতান্ত কিঙ্কর এসে প্রাণান্ত ক'র্‌বে সকালে, সকলি কর মা তুমি তারিণী তারা।

কুৎসিত কুকার্য্য ক'রে, কুপথে সতত ফিরে, কুণ্ডলিনী মা তোমারে হয়েছি হারা; ঘুচাও মা কুচিন্তে চিন্তারূপিণী আকুলান্তরে, কুলহীনে কুল দেও মা কুলদা অকুল পাথারে, ডোবে দুকুল পাইনে মা কুল, নাই কুল কিনারা॥৫১॥

—o—

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

দেও মা ভক্তি মুক্তকেশী শক্তি নাই মোর সাধনাতে।
অকৃতি অধম আমি কৃতিহীন কৃত কর্ম্মেতে॥

অলঙ্কৃত অহঙ্কারে, আকৃষ্ট এই বিষয় বিষে, দুষ্কৃতি সাগরে ভাসি নিষ্কৃতি পাব মা কিসে, কীর্ত্তিবাস-রমণী তারা রক্ষ পতিতে।

ত্রিলোক ব্যক্ত শিব উক্তি; আগমে নিগমে যুক্তি
ভক্তি বিনে নাই মা মুক্তি ভব পারেতে; শক্তি
ভক্তি দাত্রী তুমি সকলি করিতে পার, শক্তি
হীনে ভক্তি দিতে কেন মা বঞ্চনা কর, অকিঞ্চন
অন্নদা তারা তার ত্বরিতে ॥৫২।

—o—
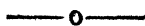
রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

নিশ্চিন্ত কর মা তারা ওমা মহেশ-মহিষী।
চিন্তার্ণবে ভাসি সদা মুক্তি দেও মা মুক্তকেশী॥
দেওমা দাসে পাদপদ্ম মস্তকে করিয়ে স্থাপন, তব
নামের মালা গেঁথে কণ্ঠেতে করিব ধারণ, ঘুচাইব
কণ্ঠারুদ্ধ শমনের ফাঁসি।
জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বলি, গায় দিয়ে মা নামাবলি,
বৈরাগ্য বিবেকযুগ্ম আসনে বসি; বসায়ে
হৃদপদ্মাসনে, বাসনা আছে জননী, ভুঞ্জিব অনন্ত
সুখ আজ মৃত্যুঞ্জয় সোহাগিনী, এস মা আনন্দময়ী
ষোড়শী রূপসী। ৫৩।

—o—

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

চিন্তার্ণবে ভাসি সদা মা তোমায় না চিন্তে পেরে।
অনন্তরূপিণী তুমি, কে পারে চিন্তে তোমারে ॥
অন্ত না পেয়ে মা তোমার ভ্রান্ত মন ভাবে অন্তরে,
শান্তি দেও মা শান্তিময়ী দীন হীন পাপান্তরে;
নিশ্চিন্তে কর মা এই অকূল পাথারে ॥
দেহ আকাশ হ'তে যখন, জীবতারা হবে পতন,
নিয়ে যাবে ক'রে বন্ধন শমন-কিঙ্করে; কি
হবে সে দিনে তারা বৈতরণী সন্তরণে, তোমা
ভিন্ন নাই মা অন্য তারিতে ভব তুফানে,
দিয়েছি ভার শ্রীচরণে তরিতে এবারে ॥ ৫৪।

—o—
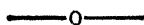
রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

কুৎসিত কুসঙ্গে থেকে প্রাণান্ত হ'ল তারিণী।
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলা অমঙ্গল হর জননী ॥
যন্ত্রিণী মা দেহ যন্ত্রে হর এভব যন্ত্রণা, সতন্ত্রে স্বতন্ত্র
মন্ত্রে মন্ত্রিণী পূরাও বাসনা, সকলিত জান্তে
পার শান্তিরূপিণী ॥

সংসারেতে আছে রাষ্ট, মূর্খ পুত্রে মা সন্তুষ্ট, কেন দুরদৃষ্টে কষ্ট দেও মা ঈশানী; পরকে আপনা ভেবে কত্তেছি পরকাল নষ্ট, পাপতাপে বিজড়িত হ'তে নাই আর অবশিষ্ট, হর এ অসহ্য কষ্টইষ্ট-দায়িনী ॥ ৫৫।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

পতিত পাবনী তারা পতিতে তার ত্বরিতে।
এজীবন অন্তে ভবে পুনঃ যেন না হয় আসিতে ॥

ভাই ভগ্নী দারা পুত্র সংসারের অনিত্য সুখ, ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে সকলে হইবে বিমুখ, বাসনা নাই তাদের সনে বসতি করিতে ॥

তুমি মা হ'লে নিদয়া, কারে আর ডাক্‌ব অভয়া, সার হ'ল মোর আসা যাওয়া এই ভবেতে; বৃথা মায়ামদে ভুলে করিতেছি কাল হরণ, অজপা জপিয়ে জিহ্বা জড় হতেছে অকারণ, অলস এ রসনা যন্ত্র স্বকার্য্য সাধিতে ॥ ৫৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

জীবনান্তে পদপ্রান্তে রেখ কৃতান্ত-বারিণী।
শাস্তি দেও মা শান্তিময়ী তুমি শান্তি-বিধায়িনী॥
পাশবদ্ধ হয়ে তোমায় না করে সাধনা, পুনঃ পুনঃ
ভবে এসে পেতেছি গর্ভ যাতনা, তবু মহামায়ায়
ভুলে আছি জননী।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, দয়াময়ী দয়াদাত্রী, তুমি মা
প্রকৃতি স্থিতি পালনকারিণী; তোমা ভিন্ন এ
জগতে রক্ষাকর্ত্রী আর কে আছে, ভয় পেয়ে মা
মা মা ব'লে কান্দিব মা তারি কাছে, (ঐ দেখ)
শমন বেটা পিছে পিছে ফেরে ঈশানী॥ ৫৭।

—o—

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

কি সুখে আর বল্‌মা তারা থাকি এভব ভবনে।
মা হয়ে তুই মহামায়া নির্দয়া হলি সন্তানে॥
স্থাবর জঙ্গম আদি, যেদিকে ফিরাই আঁখি, হেরি
মা তোর লীলা খেলা কিন্তু মা তোরে না দেখি;
কতবার এভাবে ফাঁকি দিবি এদীনে॥

যে পদ লাভেরি জন্যে, এলেম এ সংসার অরণ্যে,
পতিত হ'লেম বিপদে সে পদ বিনে ; ক্রমে পাপ-
লিপ্সা স্রোত প্রবাহিত কর্ম্ম সূত্রে, ভজন পূজন
সেতু ভেঙ্গে প্রবেশিল পুণ্যক্ষেত্রে (আমার)
সাধন ফসল ডুবে গেল মা পাপজীবনে ।। ৫৮ ।

—o—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তারা তার এ দীনে।
এই ভজন পূজন হীনে রাখ শ্রীচরণে ।।

ভুবন মঙ্গল তব দুর্গানাম, পূর্ণেন্দুবদনী পূর্ণ কর
কাম ; মায়া মুক্ত ক'রে বলাও অবিরাম দুর্গা
দুর্গা রসনে ।।

কে পারে মা চিন্তে, তুমি মা অচিন্তে রূপিণী চিন্তে
নাশিনী ; একবার ওগো জগদম্বে, দেও মা
অবিলম্বে, নিরালম্বে দেখা জননী ; নিরাকারে
বিরাজ কর সর্ব্বঘটে, দয়া ক'রে একবার এসে
হৃদিপটে, দিয়ে পদ ছায়া তার এ সঙ্কটে, স্বগুণে
মা নির্গুণে ।। ৫৯ ।

—o—
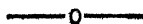
রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

এ মিনতি চরণে।

আমায় বিমুক্ত কর মা কৃতান্ত বন্ধনে॥

জীবনান্তে দাসে রেখ পদ প্রান্তে, ভবে যাতায়াতে কর মা নিশ্চিন্তে, চিন্তে ক'রে তোমায় কে পারে মা চিন্তে (যদি) সদয় না হও স্বগুণে॥

ওমা কালী কাল দারা, কাল-ভয়-হরা, অভয় দেও মা অভয় দায়িনী, এই পতিত পাপাঙ্গে, করুণা অপাঙ্গে, হের গো মা ভবরঙ্গিণী; ষড়রিপু সঙ্গে রঙ্গে ক'রে কেলি, জন্মের মত সুখে দিলাম জলাঞ্জলি, কাল পেয়ে কাল বান্ধে এড়াব কি বলি, কেবল এচিন্তে মনে॥ ৬০।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

ত্রাণ কর তারিণী।

একবার করুণা নয়নে হের মা ঈশানী॥

শমন তরঙ্গ এভব বারিতে, বিনে কৃপাবারি নারি নিবারিতে; ক্রমে পাপ-বায়ু বাড়িতে বাড়িতে, ডুবায় দেহ তরণি॥

ওমা এ বিপদে রক্ষ, করুণা কটাক্ষ, ক'রে দক্ষরাজ-
নন্দিনী, আমার নাই মা কেউ সাপক্ষ, রিপুগণ
বিপক্ষ, লক্ষ্য নাই জগৎ বন্দিনী; সূক্ষ্ম বিচার কর
বিরূপাক্ষ দারা, আমি মাত্র উপলক্ষ ওমা
তারা; মূর্খ পুত্রে দুঃখ নাশিতে কাতরা হইও
না জননী॥ ৬১।

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

তারা জগৎ বন্দিনী।
তুমি শিবে শিবরাণী অশিব-নাশিনী॥
ত্রিলোক আরাধ্যা তুমি মহাবিদ্যা, সুপ্রসন্ন হওমা
ওগো সুপ্রসিদ্ধা যোগনিদ্রা যোগে তুমি মা
যুগাদ্যা, অবিদ্যারূপিণী॥
ওমা অসুরনাশিনী, রণ-উন্মাদিনী, রণপ্রিয়া রণ
রঙ্গিণী, ওমা নমস্তে শরণ্যে শমন সহ রণে
মরণে অভয়দায়িনী; কলুষ-নাশিনী শিবে
সানুকম্পে, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিকে তুমি বিশ্বরূপে
মায়াজালে তারা তরিব কিরূপে বল মা
তারিণী॥ ৬২।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তারা ত্রিতাপহারিণী।
ওমা গিরীশনন্দিনী ভবে ভবরাণী॥
অজ্ঞান-তিমির হর মা জ্ঞানদা, পাপতাপে তনু
তাপিত সর্ব্বদা; দেওমা পদছায়া অভয়া বরদা
অন্নদা তারিণী॥
ওমা শম্ভু বিলাসিনী নিশুম্ভঘাতিনী শম্ভু-বক্ষস্থিতা
অম্বিকে, তুমি ধূমে দৃষ্টাভঙ্গি, বগলা মাতঙ্গী,
কৃপাকর কমলাত্মিকে; তুমি চণ্ডে প্রচণ্ডে নৃমুণ্ড-
মালিনী, বিশ্বেশ্বরজায়া বিশ্ব-প্রমোদিনী, সদয়
হওমা তারা শিবে শিবরাণী বরাভয়দায়িনী॥
৬৩।

—o—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

হর বিষাদ জননী।
আমি সাধে কি মা কান্দি সাধ্যা সনাতনী॥
এভব বৈভব সকলি বিফল, শরণ নিয়ে পদে মরণ
মঙ্গল, তুমি বিনে ভবে কে আছে বল বল
তারিতে তারিণী॥

তুমি ভূতনাথ রমা, ভব মনোরমা, পরমারাধ্যে ভবানী;
তোমার অপার মহিমা, বেদে নাই উপমা, নিরুপমা সীমা ঈশানী; সদয় হও মা শিবে সদানন্দদারা, এই আনন্দ বাজারে তার গো মা তারা, উদয় হও মা হৃদে কালভয়হরা, অশিব নাশ মা কল্যাণী ॥ ৬৪ ।

—o—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

কালী কুলাও জননী।
ওমা কলুষনাশিনী কাল-ভয়-হারিণী ॥

ত্রিতাপহারিণী ভূভার হরিতে, দনুজসমরে হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ অসিতে অসুর নাশিতে অসিত বরণী ॥

অরি চণ্ডমুণ্ড করি খণ্ড খণ্ড, দলিত নৃমুণ্ডমালিনী, তুমি ব্রহ্মাণ্ড পালিকে, নমস্তে চণ্ডিকে, দণ্ডপাণি মনোমোহিনী; দুর্দ্দম সমরে দৈত্যকুল-বিনাশি, মহাশক্তি প্রকাশিলে মুক্তকেশী, বুঝব এবার শক্তি শমন ভয়নাশি মুক্তি দেও মা ঈশানী ॥ ৬৫ ।

—o—
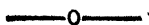
রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তারা ভব ভাবিনী।

শিবে এ ভব ভাবনা হর মা ভবানী ॥

দিনগত হয় মা দেখিতে দেখিতে, ভাবনা বেড়েছে ভাবিতে ভাবিতে; ভব জলধিতে ত্বরিতে তরিতে দেওমা চরণ তরণি ॥

মোক্ষ দেও মোক্ষদা, তুমি মা কামদা, কামনা পুরাও মা ঈশানী; (যেন) সুপথে অন্নদা, থাকি মা সর্ব্বদা, বরদে বরদায়িনী; ঘুচাও মা অনিত্য সংসার বাসনা, তব নামামৃত পানেতে রসনা, কখন যেন মা ভোলে না ভোলে না, এ মিনতি জননী ॥ ৬৬।

—০—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

দেখা দেও মা ঈশানী।

ওমা দেহি মে দুর্ল্লভ শ্রীপদ তরণি ॥

হয়ে পাপে রত হয়েছি পতিত, তাইতে পুনঃপুন করি যাতায়াত, কুকর্ম্ম সাধিতে হ'ল দিন গত, ভুত-নাথ ভাবিনী ॥

অহঙ্কারে মত্ত, হ'য়ে দিবারাত্র, পরমার্থ হারা হয়েছি
(ওমা) এ সব দারা পুত্র, সকলি অনিত্য, সর্ব্বদা
কুকার্য্য কত্তেছি; কলুষ কণ্টক জ'ন্মে কর্ম্মসূত্রে,
ধর্ম্ম নষ্ট তারা হ'ল কর্ম্মক্ষেত্রে, স্বগুণে নিস্তার
অন্নদা কুপুত্রে (পুনঃ) মর্ত্ত্যে আস্‌তে না হয়
জননী॥ ৬৭।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

কোথা দীন তারিণী।
একবার সদয় হওমা তারা ত্রিতাপহারিণী॥
যে দিন এশুভ দিন হইবে বিলয়, শয়ন ক'র্‌ব ওমা
ধরণী শয্যায়, সে দিনে এ দীনের কি হবে
উপায়, কে রাখিবে পায় জননী॥
ওমা এ ভব ভবন, আনন্দ কানন, হেরিতে নয়ন
অভিরাম; শমন সমীরণে, পাপতরু ঘর্ষণে,
দুখানল জ্বল্‌বে অবিরাম, সামান্য আগুণ নির্ব্বাণ
হয় সলিলে, দুখানল দ্বিগুণ জ্বল্‌বে নয়ন জলে,
যদি ভাগ্যফলে, না পাই কৃপাজলে, জ্ব'লে পু'ড়ে
ম'র্‌ব ঈশানী॥ ৬৮।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তারা ত্রিলোক তারিণী।

তার দুর্গমে মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী॥

মাতৃগর্ভ হ'তে জ'ন্মে অবনীতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাপারি জানিতে, জীবের ভাগ্যে ওমা এই পাই শুনিতে, তুমি কর্ম্মরূপিণী।

যদি তুমি সর্ব্বকর্ত্রী, সুখদাত্রী, সর্ব্ব শক্তি দেহে জননী, তবে কেন জীবগণ, পাপেতে মগন, পতন হয় পতিতপাবনী; লীলাময়ী তুমি তোমারি লীলায়, তুমি সৃষ্টি স্থিতি পালন প্রলয়, তব লীলা খেলা বুঝা বিষম দায়, অন্নদা অভয়-দায়িনী॥ ৬৯।

—o—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

অভয় দেওমা ঈশানী।

আমায় নিস্তার দুস্তরে শিবে নিস্তারিণী॥

জন্ম নিয়ে এই সংসার গারদে, মত্ত হয়ে আছি ম'জে পাপমদে, কি হবে মা দুর্গে এভব বিপদে, কে তারিবে জননী।

ওমা আইজ বাদে কা'ল ভবে, লীলা সাঙ্গ হবে,
যেতে হবে শমন ভবনে, এযে এদিন সুদিন নয়,
দিন ব'য়ে যায়, অন্তদিনে ভাবিনে মনে, কিহবে
মা তারা দীনহীনের গতি, পাপার্ণবে দেহ
ভাসে দিবা রাতি, স্বগুণে মা দুর্গে হর এদুর্গতি,
অন্নদা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৭০ ।

—•—

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

ওমা কালী কল্যাণী।
এই নশ্বর ভাবনা হর ভববাণী ॥
বিফলে দিন গত করিয়ে কেবল, ক্রমে পাপভারে
হতেছি দুর্ব্বল, নিঃসম্বল দেহ নাই মা সাধন বল,
কি হবে বল তারিণী ॥
ওমা সংসার তরুমূলে, থেকে কুতূহলে, মোক্ষ ফলে
বঞ্চিত যে জন, ও তার বাঁচিয়ে কি ফল, মরণ
মঙ্গল এভবনে বাস অকারণ; সাধ্য নাই মা
বৃক্ষে করি আরোহণ তব নাম লোষ্ট্র করিব
ক্ষেপণ, দেখি হয় কি না হয় মোক্ষ ফল পতন,
দীন হীন ভাগ্যে জননী ॥ ৭১ ।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে।

ওমা এভাবে কি আমার চিরদিন যাবে॥

ভারাক্রান্ত দেহ পাপের ভরা ভরি, ভাবনা হতেছে দিতে ভব পারি, নাই মা কেউ কাণ্ডারী কেমনেতে তরি ডোবে তরি এভবে।

(হ'য়ে) বদ্ধ মায়াপাশে, সংসার প্রবাসে, বিষয় বিষে হ'তেছি দাহন, আমার নিজ কর্ম্ম দোষে, দিবা নিশি ব'সে, ভাবি কিসে হইবে মোচন; তুমি মা করুণাকারিণী অভয়া, এই ভজন্ পূজন্ হীনে দেও মা পদছায়া, অন্নদা তারিণী মহাকাল জায়া, কাল ভয় নিবার মা শিবে॥৭২।

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

এই দীন হীনে তার গো মা তারিণী।

সদয় হও অভয়দায়িনী; হ'ল দিনে দিনে দিন গত, রবিসুত ক্রমাগত, আগত হতেছে জগদ্বন্দিনী॥

কলুষিত দেহভার শঙ্করী, আতঙ্ক হতেছে মনে কেমনে ভবে তরি,—তরিতে তরণী নাই মা কি করি, ভব পারে যেতে ভয়েতে মরি,

দিয়েছি শ্রীচরণে ভার, কর বা না কর গো পার,
যা ইচ্ছা মা কর এবার ঈশানী ॥
কি অপরাধ করেছি মা তব পায়, তাইতে জননী
আমায় বঞ্চিত করিলে পায়, সঞ্চিত পাপেতে
এবে প্রাণ যায়, তোমা ভিন্ন অন্য কোন নাই
উপায়, একবার সদয় হও মা সবাসনা, ঘুচাও
এভব যাতনা, অন্নদা ভাবনা নাশ শিবানী ॥৭৩।

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

আমি কালের ভয় করিনে কালবরণী।
তুমি কালবারিণী ওমা কালী নামের ডঙ্কা মেরে,
ভবার্ণবে যাব তরে, তরিতে তরণী ঐ পা
দুখানী ॥
কালী নামে জানি মা চিরকালি, ঘুচে যায় মা মনের
কালী, কাল মুখে পড়ে কালী, অনায়াসে কৈব-
ল্যেতে যায় চলি, কালবিজয়ী নিশান দিয়েছি
তুলি ; এবার কালী নামের ধনুক ধরে, গুরুদত্ত
বাণ যুড়ে শমন সমরে ছাড়ব ঈশানী ॥

তব নাম স্মরণে রণে হবে জয়, শমনের কি সাধ্য
হবে জিনিতে পারবে আমায়, কালী নামে
তা হ'লে কলঙ্ক হয়, নির্দয়া পাষাণী ব'লবে মা
তোমায় ; আমার এভরসা আছে মনে, চরমে
কালী স্মরণে, অন্নদা তরিবে ত্রিতাপহারিণী ॥ ৭৪

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

এবার করুণা নয়নে হের তারিণী।
দেখা দেও জগৎবন্দিনী, এবার পড়েছি ভব
বিপাকে, তুমি ভিন্ন আছে বা কে, কাকে আর
ডাকিব বল জননী ॥
দুরন্ত কৃতান্ত প্রাণান্ত করে, নিরন্তর পাপান্তর
কম্পিত পাপভরে, সে ভয়ে চিন্তিত সদা অন্তরে,
কুচিন্তায় দিন গত ,ভব প্রান্তরে ; এবার স্থান
দিয়ে ঐ পদ প্রান্তে, কর মা চির নিশ্চিন্তে, ভ্রান্ত
আমি সাধন ভজন না জানি।
সাঙ্গ ক'রে ভবলীলা শঙ্করী, যেন দুর্গা ব'লে গঙ্গা-
জলে এদেহ পরিহরি, অন্য কিছু চাই না এই
ভিক্ষা করি, ভবপারে পাই যেন চরণ তরি ;

ওমা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, তুমি মা অধমতারিণী নরাধম অন্নদা ত্রাহি ঈশানী ॥ ৭৫ ।

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

আমি কি দোষে দোষী তব পায় জননী।

বল গো জগৎবন্দিনী, ও মা তব দত্ত মায়াবেড়ী, এড়াইতে নাহি পারি, তাইতে বৃথা কাজে ঘুড়ি শিবানী ॥

আমি বা কার কেবা আমার এভবে, সকলি অনিত্য এবে কালেতে সব লয় হবে, দেখে শুনে মত্ত অসার বৈভবে, তব মায়া ভিন্ন কি তাই সম্ভবে; একবার দেখা দিয়ে দেখ এবার, দেখব কেমন শক্তি তোমার, এভাবে রাখিতে পার ঈশানী ॥৭৬॥

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

তারা ব'লে দেওমা কি হবে মম উপায়।

যে বিপদ পায় পায়; এবার ঠেকেছি মা যে ঘোর দায়, তুমি যদি না রাখ পায়, কে আর তারিবে বল আজ আমায় ॥

তোমাতে উদ্ভব তুমি বিশ্বময়, তোমাতে পালন আবার তোমাতে সব হয় বিলয়, মায়ায় বিজড়িত কেহ কার নয়, ক্ষণস্থায়ী যেন জলবিন্দু প্রায়; ও তাই দেখে শুনে হলেম আকুল, ডোবে দুকুল পাইনে মা কুল, অকুলে তারিণী তার এসময়॥

কৃতান্তবারিণী মা তোমায় বলে, একান্ত যদ্যপি মম প্রাণান্ত হয় সকালে, অন্তে পদ প্রান্তে রেখ মঙ্গলে, ভ্রান্তে দিন অস্ত হল বিফলে; সর্ব্বদা কুকার্য্যে মতি, তাইতে মম এদুর্গতি, সুমতি দেও গো মা শিবে অন্নদায়॥ ৭৭।

—o—

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ওমা নমস্তে কালিকে কাল-কামিনী।

কাল ভয়বারিণী; ওমা সুনীল জলদ বরণী, নিশাকর কপালিনী, করুণা কর মা জগৎবন্দিনী॥

অসুরনাশিনী কালী কল্যাণী, দীন হীন সন্তানে তোষ আশুতোষ-ভামিনী, পতিতে নিস্তার পতিত-পাবনী, ত্রিলোকপালিনী মা ত্রিনয়নী;

ওমা আজ বাদে কাল ভবার্ণবে, এই পাপাত্মার আত্মা ডুবিবে. তখন কি উপায় হইবে জননী ॥"
যে দিনে হইবে এদেহ পতন, হৃদিপদ্মে শ্রীপাদ পদ্ম পাই যেন মা দরশন, অন্য ধনে নাহি মম প্রয়োজন, রবিসুত করে কর মা মোচন ; ওমা অন্নদা মনে যে কালী, সকলি জান মা কালী সদা বিষয় বিষে জ্বলি ঈশানী ॥ ৭৮ ।

——o——

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

আমার ফুরাইল বাসনা এতদিনে।
এভব বন্ধনে, আমার সুখতরু শুকাইয়াছে, দুখানল তাহে লেগেছে, জ্বলিতেছে হৃদি ক্ষেত্র এক্ষণে ॥
বৃথা সুখ লভিতে ভবে আসিলাম, লাভেতে হইল কেবল হারা হলেম পরিণাম, জলধারা চক্ষে বহে অবিরাম, সংসার সম্ভোগে মম নাহি কাম ; আমার সুখ আশা জন্মের মতন; অকূলে হয়েছে পতন, (এখন) মরণ মঙ্গল গণেছি মনে ॥
কি হইবে গতি মম তারিণী, যা হবার তা হ'ল ভবে বাকী কি আর বল শুনি, এভাবে কান্দিব কি দিন যামিনী, সকালে তারিবে কিনা জননী ;

আর সংসার জ্বালা সয়না তারা, এই ভিক্ষা চাই ভবদারা, চরণ তরি দেওমা ত্বরা সন্তানে ॥৭৯।

—o—

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

একবার দুর্গা দুর্গা বল রে মন অবিরাম।
যদি চাও পরিণাম, ও মন দুর্গমে জীবগণ ভাগ্যে, কল্যাণকারিণী দুর্গে, স্বর্গ-অপবর্গ-প্রদে দুর্গা-নাম ॥
ত্রিলোক মঙ্গল সর্ব্বমঙ্গলা, যন্নাম সাধনে ভবে দূরে যায় ভবজ্বালা তন্নাম স্মরণে কি উচিত ভোলা, এ শুভ দিন ফুরালে ঘট'বে জ্বালা, (ওমন) তাই বলি সাধন পথে চল, সকল আশা হবে সফল, দুর্ব্বল জীবনে হবে পূর্ণকাম ॥ ৮০।

—o—

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ভজ কল্যাণী কালিকে শ্যামা কামদা।
সুখদা মোক্ষদা ; ও মা মহিষাসুরমর্দ্দিনী, ত্রিতাপহরা ত্রিনয়নী, ভৈরব ভামিনী উমা যোগাদ্যা ॥

কাম কলাবতী সতী কমলা, যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রার্চ্চিতা,
যোগিনী গিরিবালা, জগদম্বে ভূতনাথ মহিলা,
শান্তিপ্রদায়িনী তারা সুশীলা ; (শিবে)
হরহৃদিবিলাসিনী, চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী, ত্রিলোক
তারিণী ভব আরাধ্যা ।।
শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী অম্বিকে, শম্ভুবক্ষঃ স্থিতা তারা
মুক্তি-দাত্রী ত্রিলোকে, নিস্তারিণী আশুতোষ
তুষিকে, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডউদরী চণ্ডিকে, ওমা
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী, আদ্যা শক্তি নারায়ণী পতিত-
পাবনী বিদ্যা জ্ঞানদা ।।৮১।
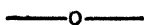
রাগিণী আলেয়া ।—তাল কাওয়ালী।

ও মন বিবসনা শ্যামা মাকে দে বসন।
ক'রে তায় সযতন ; যদি পার মন বসন পরাতে,
হবেনা ভবে আসিতে ভবেরি ভাবনা হবে
বিমোচন ।।
বিবেকতুলা দিয়ে মন ভক্তিকলে, প্রেমসুতা কেটে
নেও মন যতনে সুকৌশলে, তাঁতি সেজে বস হৃদয়
—তাঁত খুলে, সাধনা বসন বুনাও মন সকালে ;

ওমন ভজন পূজন প'ড়ে দেও তাতে, ছাপকরে নয়ন জলেতে, জয়দুর্গে শ্রীদুর্গে বলে কর অর্পণ।
বাসনা বসনে ভূষণ দিতে হয়, আত্মত্যাগ অলঙ্কারে ভূষিত কররে মায়, জীবন রতননুপূর দে মার রাঙ্গাপায়, বিলম্ব ক'রনা দিনত ব'য়ে যায়; ও মন কাল পেয়ে আসিলে সেকালে, সকল আশা হবে বিফল, হাহাকার করিবে কেবল মন তখন ॥৮২॥

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

চল যাই মন সাধন উদ্যান দেখিগে।
দিন থাকৃতে চল আগে; ও মন এদিনান্ত হলে তোমার, আসিবে কাল মহান্ধকার, হেরিতে নারিবে পড়বে দুর্ভোগে ॥
অপরূপ সে সাধন বাগান ভোলামন, বহুরূপী তরু আছে নামেতে ভজন পূজন, ভক্তগণে ভক্তিজল করে সিঞ্চন, নয়নরঞ্জন তরু মনো-হন (ফলে) মায়াফুলে করুণা ফল, বিতরে প্রেম পরিমল, কত জীবে পান করে যোগে যাগে।

ও তার মধ্যবর্ত্তী কামনা নিষ্কাম তরু, রক্ষক পালক
লোকাতীত সেই জগৎগুরু, বিবেক আর
বৈরাগ্য ক্ষেত্রে সে তরু, দেখিতে যেতে
অধিকে হয় ভীরু (ওতার) বিজড়িত কল্পলতা
চতুর্বর্গ ফলযুতা অমরত্ব লভে সে ফল ভোগে ॥৮৩॥

---o---

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ও মন শান্ত হওনা ভ্রান্ত হলে কি কারণ।
ভাবনা কর অকারণ ; (যদি) ভাব বুঝতে পার ভেবে,
সব ভাবনা দূরে যাবে, নিত্যসুখে সুখী হবে অনুক্ষণ ॥
হৃদি ক্ষেত্রে বিবেক হল কর কর্ষণ; সাবধানে
সঙ্গোপনে গুরুদত্ত বীজ বপন, কররে মন
ভক্তিবারি তায় সিঞ্চন, জন্মিবে সাধনা তরু-
সুশোভন, ও তায় দয়ামায়া ফুল ফুটিবে, মুক্তিরূপ
ফল প্রসবিবে, কালেতে সুপক্ক হবে, কর যতন।
জাননা কি মুক্তিফল ক'ল্লে অশন, অন্তিমের ভয়
দূরে যাবে ঘুচিবে অকাল মরণ, স্পর্শ কত্তে
নারিবে মন কালশমন, সকালেতে কৈবল্যে ক'রবে
গমন ; ভেবে দেখ সেই একটী ফলে, চতুর্বর্গ
ফল ফলে সেফলে চির সুখে হবে মগন ॥৮৪॥

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ও মন মুক্তি তরু দেখবি যদি চল যাই।
এমন রূপ কভু দেখনাই; ও তার শান্তি যুক্ত ছায়াতে মন, সুশীতল হয় তাপিত জীবন, দুর্গাবলে কর গমন ভয় নাই॥
পুণ্য ক্ষেত্রে মুক্তি তরু জন্মেছে, কর্ম্মকাণ্ডে ধর্ম্মনামে চারিটী শাখা আছে, সাধনা উপশাখা তায় শোভিছে, ভজন পূজন পত্রে ছায়া দিতেছে, ভক্তিফুলে প্রেমপরিমল, প্রসবে চতুর্বর্গ ফল, যোগিজন সেব্য সেফল জানি তাই।
(যদি) সেফল সেবনে থাকে বাসনা, পরিহার কর মন আগে এঅনিত্য বাসনা, দুর্গানামে আত্মোৎসর্গ কর না, যতন করিলে বিফল হবেনা, (ওমন) ব'সে বিবেক যোগাসনে দুর্গা দুর্গা বল বদনে, শক্তি পদ বিনে অন্য উপায় নাই॥৮৫॥

—০—

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ওমন দিন থাকিতে ধীবর বেশ কর ধারণ।
তাই তোরে বলি শোন; (যদি) ব্যবসায় কত্তে বাসনা, মিছে আর ব'সে থেকনা, সকালে স্বকার্য্যে [illegible] কর যতন॥

ভব জলধিতে ভক্তি-জীবনে, খেলিছে ঐ মহাশক্তি করুণামীন সঘনে, কিবা অপরূপ হের নয়নে, যেরূপে ধরিবে সে মীন লও জেনে, (এবার) সাধন ভজন ছিপ লও হাতে, প্রেমসূতা বেন্ধে তাতে, যোগবড়শীতে বিবেক টোপ গাঁথবে মন॥
চির লোভী করুণামীন জাননা, বিবেক টোপ টপ্ ক'রে খাবে বৃথা চিন্তা ক'র না, হেচ্‌কা টানে বাঁধিবে মীন ভেবনা, দুর্গা ব'লে ভব পারে চল না (ওমন) নিলে সে মীন ভবের হাটে, ব্যবসায় হবে একচেটে, বিনিময় করিলে পাবে মুক্তিধন ॥ ৮৬ ॥

—o—

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ-রূপা কাল বরণী।
জগত-তারিণী, ত্রিলোক-বন্দিনী; এযে ভুবন মোহিত রূপে আশুতোষতোষিণী॥
নীল জলদ বরণী, তাহে স্থির সৌদামিনী, অকলঙ্ক পূর্ণেন্দুবদনী, দশনে ধরে, রসনাধরে, কিবা সুনীল নলিনী যিনি নয়নত্রিনয়নী॥

কিবা শব শিশু শ্রুতিমূলে, কুণ্ডল সদৃশ দোলে, মুক্ত-
কেশী নরমুণ্ডমালিনী ; যিনি নীল পদ্ম, শোভে
কর পদ্ম, তাহে নীল মৃণাল যিনি চতুর্ভুজ
ধারিণী ॥

কিবা পীনোন্নত পয়োধরে, যেন সুধারাশি ধরে,
স্তনাধারে পালে ত্রিলোক পালিনী ; শক্তি-
রূপিণী, মুক্তিদায়িনী, যেন চিরপ্রসবিনী
তাইতে হয়েছে দিক্‌বসনী ॥

কিবা চরণ অরুণ আভা, ভবজন মনলোভা, শোভে
হর হৃদে হরবন্দিনী ; ওপদ মাহাত্ম্য, ত্রিগুণাতীত,
তাতে মত্ত হয়ে পেয়ে তত্ত্ব মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি ॥৮৭॥

——o——

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

কেরে অতসি কুসুম সমা কামিনী।

বরবর্ণিনী, অভয়দায়িনী, এযে সন্তাপহারিণী হর-
প্রিয়া ত্রিতাপহারিণী ॥

কিবা পূর্ণেন্দু নিভাননে, করী-অরি আরোহণে, সম-
রেতে সুর অরিঘাতিনী, সুরতোষিণী, রণ-
রঙ্গিণী; মহিষাসুর দলনে দশ হস্তে অস্ত্রধারিণী ॥

কিবা স্থির নবীন যৌবনা, সমরে অতি প্রবীণা,
বীরাঙ্গনা বিরূপাক্ষ-ভামিনী; মৃদু হাসিনী,
জগত বন্দিনী, নির্ভয়া রণে অভয়া মুক্তিপদ-
দায়িনী ॥

কিবা ভৈরব হুঙ্কারে, স্তম্ভিত ধরাধরে, কম্পিত
দৈত্যকুল পরাণী; যে চিন্তে পারে, সে জিন্তে
পারে, আবার কিন্তে পারে বিনা মূলে ধরিলে
পা দুখানি ॥ ৮৮ ॥

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

কিবা নবীন নীরদ নীলবরণী।

দৈত্য-নাশিনী, অট্টহাসিনী, এযে কোটী সুধাকর
যিনি সুধাকরবদনী ॥

এযে যোগেন্দ্র বিলাসিনী, নাগেন্দ্রবিভূষণী,
লম্বোদরী লম্বোদর জননী; নিতম্ব নিশ্চল,
সমরে অটল, সদা পদভরে টলমল করিতেছে
মেদিনী ॥

কিবা জটাজূট বিভূষিতা, দৈত্যনাশিনী অসিতা,
শার্দ্দূলবসনা মুণ্ডমালিনী; যিনি নলিনী, চারু
নয়নী, এযে চতুর্ভুজা মহাতেজা বরাভয়দায়িনী ॥

কিবা বিম্ব অধর পরে, দশনে রসনা ধরে, ভীষণা
সমরে রণরঙ্গিনী, অরিঘাতিনী, অসিধারিণী,
সদা মাভৈ মাভৈ রবে সুরগণ-তোষিণী ॥
কিবে দিগম্বর হৃদি পরে, পদাম্বুজ শোভা করে শ্বেত
গিরি পরে নীলনলিনী, পদনখরে, কি শোভা
ধরে, প্রখর প্রভাকর কিরণ চরণে হরে প্রাণী ॥
৮৯ ॥

—o—

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

এবার তারিণী তার মা তারা এদীনে।
দুর্দ্দিনে, নিদানে, ওমা শমন তরঙ্গ হেরি আতঙ্ক
হ'ল মনে ॥
সতত কুকর্ম্মে রত, পাপ তাপে অবিরত, রসনা
বিরত ও পদ সাধনে;—এসে সংসারে, মোহ
বিকারে, ওমা অহঙ্কারে জ্ঞানহারা হতেছি
দিনে দিনে ॥
ভবারাধ্য তব পদ, ভব পারেরি সম্পদ, বারম্বার
ভুলে এলেম ভবনে; বুঝি এ জীবন, যায় মা
অকারণ, ভেবে অন্নদা দুর্ম্মতি মতি পাবে কি
মুক্তি ধনে ॥ ৯০ ॥

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

একবার কূলদে অকুলে কূলদায়িনী।
কালকামিনী, অভয়দায়িনী, ওমা অকূলপাথারে এবে
ভাসিতেছি জননী॥
সংসার অনিত্য ক্ষেত্র, রিপুসনে দিবারাত্র, মদে মত্ত
হয়ে পতিতপাবনী;—ভুলে তব পদ, ভবেরি
সম্পদ, এবার বিপদে পড়েছি বড় ত্রাহি মে দিন
তারিণী॥
ভাবিতেছি নিরবধি, অন্তে বৈতরণী নদী, পার হতে
কোথা পাব তরণি; এই ঘোর দায়, না দেখে
উপায়, ও তাই মন প্রাণ সঁপেছি ও পায় যা কর
মা ঈশানী॥ ৭১॥

——o——

রাগিণী সুরট।—তাল কাওয়ালী।

ত্রাহি মে ত্রাহি মে পতিতপাবনী।
বিশ্বজননী, সৃষ্টি-পালনী, এবার স্বগুণে নির্গুণে
তার দুস্তরে দীনতারিণী॥
বাক্যাতীত তব মর্ম্ম, তুমি তারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, এব্রহ্মাণ্ডে
তুমি কর্ম্মরূপিণী; করিয়ে চিন্তে, কেপারে চিন্তে,
তুমি"আগমে নিগমে বেদে দিব্যজ্ঞানদায়িনী।

সৃজনে শক্তিস্বরূপা, পালনেতে মায়া রূপা,
সংহারিতে মহাকালী রূপিণী ; ত্রিগুণ ধারিণী,
ত্রিলোকব্যাপিনী, তুমি মোক্ষ দানেতে মোক্ষদা
অন্নদা ভয়হারিণী ॥ ৯২ ।

—o—

রাগিণী আলেয়া ।—তাল একতালা ।

এবার যা কর মা ঈশানী ।

তুমি আদ্যা সুপ্রসিদ্ধা মহাবিদ্যা তারা, ত্রিলোক
পূজিতা তুমি সারাৎসারা ; সর্ব্ব শক্তি শিবে,
তোমাতে সম্ভবে, ভবার্ণবের তরণি ॥

যোগনিদ্রা তুমি সাধ্যা সনাতনী, ভূতেশ্বর জায়া
জ্ঞানপ্রদায়িনী, সত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী,
বিশ্বময়ী জননী ।

আতঙ্কে পড়েছি এভব তরঙ্গে, ডুবে মলেম তারা
ষড়রিপু সঙ্গে, দীনহীনে হের করুণা অপাঙ্গে
সত্বগুণে তারিণী ॥

ইচ্ছাময়ী তুমি তোমার ইচ্ছায়, পলকে সৃজন পালন
প্রলয়, ব্রহ্মময়ী চিন্তে কেপারে তোমায়,
ভবারাধ্যে ভবানী । ৯৩ ।

—o—

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

তারা ভজন পূজন জানিনে।

তুমি মহাশক্তি, হয়ে মায়াশক্তি, তারা তব শক্তি
বুঝিতে নাই শক্তি, নাই মা মম ভক্তি, বলেদে
ওমা যুক্তি মুক্তি পাব কেমনে।

জন্ম নিয়ে ভবে আশী লক্ষ বার, ভেবে ছিলাম
তোমায় পূজিব এবার; তুমি মহামায়া মায়াতে
তোমার, বঞ্চিত হলেম চরণে।

কখন হওমা শ্যামা কখন কালশশী, কখন ধর অসি
কখন বাজাও বাঁশী, কখন মা কৈলাসে মহেশ
মহিষী, তোমার অন্ত কে জানে।

কৃষ্ণ কালী রূপা হ'য়ে বৃন্দাবনে, অভয় দিলে তুমি
গোপ গোপী গণে, একবার আয় অন্নদা হৃদি
পদ্মাসনে দেখি ওরূপ নয়নে॥৯৪।

—০—

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

তারা ত্বমেকা তারিণী।

তুমি আদ্যাশক্তি ভবে, তোমাতে মা শিবে, সত্ব রজ
তম ত্রিগুণ সম্ভবে, উদ্ধারিতে জীবে, এই
ভবার্ণবে, তুমি মুক্তিদায়িনী॥

ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী তুমি বিশ্বময়ী, ভক্তে মুক্তি দিতে
সদা দয়াময়ী, জান্তে পেয়ে তোমায় শমন
বিজয়ী মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি।
যেদিকে চাই ওমা সেদিক শক্তিময়, শক্তিতে সৃজন
পালন প্রলয়, মুক্তিদিতে তারা পাপী অন্নদায়
কেন হলে পাষাণী।।৯৫।

—— • ——

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

আমার হৃদি বৃন্দাবনে মা।
সেজে কালশশী, দেখা দেও মা আসি, ঐরূপ
দেখতে আমি বড় ভাল বাসি, ত্যজ্য ক'রে অসি
করে নিয়ে বাঁশী, বাসনা পূরাও উমা॥
হৃদি ব্রজধামে কাম্যবন মাঝে, দাঁড়াও একবার
তারা মদন মোহন সাজে, তব শ্যাম রূপ শ্যামে
ভাল সাজে, কেজানে তব সীমা।
প্রেম যমুনাতটে বাজায়ে বাঁশরি, নিজগুণ গান কর
মা শঙ্করী, যে বাঁশীতে মুগ্ধা ছিলেন কিশোরী,
সে বাঁশী শুনাও গো মা।

আমি বাঁশীর গানে উজান ধায় যমুনা, তাইতে তব
বাঁশী শুনিতে বাসনা, অন্নদা কুমতি দেখি ফেরে
কিনা, তব বাঁশীতে শ্যামা ॥৯৬।

—○—

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

তারা কোনরূপে ভজব তোমায়।
তুমি অনন্ত রূপিণী, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, নিরাকারা
সাধকহিতার্থে সাকারা; ক'রে তোমার চিন্তে,
কে পারে মা জান্তে (যদি) স্বগুণে নাহও সদয়।
কখন হও দ্বিভুজা, কখন চতুর্ভুজা, কখন অষ্টভুজা,
কখন দশভুজা, কখন শান্তিময়ী কখন মহাতেজা
তোমার লীলা বুঝা দায়।
চিন্তাতীতরূপা অনন্ত মহিমা, কখন হওমা গৌরী
কখন হও শ্যামা, কখন রক্তবর্ণা অতি নিরুপমা,
তব সীমা কেনা পায়।
জ্ঞানহীন আমি মোহ-অন্ধকারে, পড়িয়াছি তাই
দেখিনে তোমারে, জ্যোতির্ম্ময়ী একবার এস
দয়া ক'রে অন্নদা তাপিত হৃদয় ॥৯৭।

—○—

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

আমার কি হইবে তারিণী।

হ'য়ে ধরাতে পতিত, হয়েছি পতিত, পতিতপাবনী ভুলেছি তোমায়, হ'ল কালগত, রবিসুতাগত নিরুপায় জননী॥

শ্মশানে মশানে থেকে যোগিগণ, বহু কষ্টে পায় মা তব শ্রীচরণ, আমি মূঢ়মতি অতি অভাজন, ভজন পূজন না জানি॥

যম দূতাকৃতি যখন মনে হয়, কম্পিত হয় ওমা এপাপ হৃদয়, তাইতে বুঝি ভাগ্য মন্দ অতিশয়, নিরয় ডুবিবে প্রাণী॥

সপিলাম দেহভার তব শ্রীচরণে, স্বগুণে তারিতে হবে মা সন্তানে, আমা হতে এবার দেখ্‌বে জগজ্জনে, (তুমি) কেমন পতিতপাবনী॥ ৯৮॥

---o---
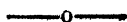
রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

তারা চন্দ্রচূড়ভামিনী।

তুমি পতিতপাবনী, ত্রিতাপহারিণী, বিশ্বময়ী বিশ্বনাথ মনোমোহিনী, হর এ ভাবনা, পূরাও মা বাসনা, সবাসনা জননী॥

ক'রে অবহেলা, খুয়াইলাম বেলা, কি হবে মা ভব
পারে যাবার বেলা, ক্রমে পাপানলে বাড়ি-
তেছে জ্বালা, পু'ড়ে মলেম ঈশানী ।।
শিব উক্তি বিনাশিতে ভব-ব্যাধি, তব দুর্গানামামৃত
মহৌষধি, ভক্তি অনুপানে খেলে নিরবধি, মুক্তি
পায় সে পরাণী ।। ৯৯ ।।

—•—

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

পূরাও মন বাঞ্ছা জননী।
বড় বাসনা অন্তরে, সাজা'তে এবারে, একবার
কৃপা ক'রে এস মমান্তরে, হৃদি পদ্মোপরে
বসায়ে তোমারে, সাজাইব ঈশানী ।।
পুণ্য রত্ন মুকুট দিব তব শিরে, ভক্তিকণ্ঠ হার দিব
কণ্ঠোপরে ভজন পূজন কুণ্ডল কর্ণে দিব গ'ড়ে
সদয় হও মা তারিণী।
সাধন বলয় দিব তব হাতে, প্রেমময় মেখলা পরাব
কটিতে, পাপতাপ নুপুর দিয়ে চরণেতে, বাসনা
বসন দিব এ প্রাণী ।।১০০।

—•—

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

তারা আয় মম হৃদি সরোজে।

ত্বমেকা গতি, ত্বমেকা মতি, মুক্তিদাত্রী ভব মাঝে।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু তুমি সুকৌশলে, সূক্ষ্ম রূপে আছ
এ মহীমণ্ডলে, সর্ব্বদেহে তুমি রয়েছ বিরলে,
মহামায়া মায়া সেজে।
বহুরূপে বিরাজ কর এই ভবে, সকল রূপ তোমার
মা যেরূপে সম্ভবে, সেরূপ দেখিতে বাসনা মোর
শিবে, দেখাও সে মোহিনী সেজে;
দীনের দিন ফুরাল পতিতপাবনী, দিন থাকিতে
দেখা দেও মা শিবানী, চরম আকাশে ঐ শোন্
নিস্তারিণী, শমন অশনি গরজে ॥১০১।

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

তারা কে আমার আমি কার ভবে।

বল্ মা এই ভাবে, কত বার ভবে, জঠর যাতনা
দিবে।
যখন চরমচিন্তা করি মা শঙ্করী, শূন্য ময় জগত
কিছুই না হেরি, দুর্গানাম ভিন্ন ভবার্ণবে তরি,
তরিতে নাহি পায় জীবে॥

যতদিন আছি এ ভব ভবনে, তাই তারা ব'লে রাখবে সযতনে, যখন মুদে আঁখি পড়ব ধরাসনে, তখন অযতন করিবে; তাই করি প্রার্থনা তারা তব পদে, পাই যেন ওপদে শমন সহ বাদে, পুনঃ যেন এই সংসার গারদে, আসিতে না হয় মা শিবে ॥১০২॥

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

তারা ত্বংহি সর্ব্বংসহা ভবে।
এই পাপভার, সহেনা মা আর, যা ইচ্ছা কর মা শিবে ॥
ভু'লে গিয়ে ওমা তব শ্রীচরণ, আশঙ্কা হতেছে আসিয়ে শমন, করিবে বন্ধন, শমন ভবন, কবে আমায় নিয়ে যাবে।
তুমি মহামায়া সর্ব্ব মূলাধার, মায়া পাশে বেন্ধে রেখেছ সংসার, তাইতে জীবগণ মত্ত অনিবার, পায় না মা তোমাকে ভেবে; করুণাময়ী বিনে করুণা তোমার, মায়ামুক্ত হতে সাধ্য আছে কার, তা না হলে তারা অন্নদা এবার, কেন ভবে পড়ে রবে ॥১০৩॥

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

তারা কে পারে মা তোমায় চিন্তে।

তুমি অনন্তরূপিণী, ত্রিতাপহারিণী, বিরাজ কর
দেহ যন্ত্রে।

অপার মহিমা বেদাগমে খ্যাত; ত্রিগুণধারিণী
ত্রিলোকব্যাপিত, বিধি বিষ্ণু সদাশিব চিন্তা-
তীত, শমন দমন পদপ্রান্তে।

মূলাধারে তুমি কুলকুণ্ডলিনী, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণুশক্তি
নারায়ণী, নাভি পদ্মে রুদ্রসহ মা রুদ্রাণী, সকলে
কি পারে জান্তে; হৃদি পদ্মে তুমি সোহাগিনী,
কণ্ঠপদ্মে তুমি নীলকণ্ঠমোহিনী, ভ্রূমধ্যে
পরশিববিলাসিনী, গুরুশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥১০৪।

—o—

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

তারা সকলি সাজে তোমাতে।

মম কলুষ কুমতি, বিনাশসংপ্রতি, বুঝব কেমন
শক্তি তাতে॥

জীবগণ পক্ষে সম্ভব অসম্ভব, তোমাতে মা তারা
সকলি সম্ভব, তোমাতে অভাব তোমাতে
বৈভব, কে পারে স্বভাব বুঝিতে।

আছে নির্ব্বিকার জীবাত্মা দেহেতে, মন সারথি,
তারে চালায় মা যে পথে, অন্ধের মত চলে মনের
সাথে সাথে, তাইতে সে দোষী জগতে;
একেমন ওমা তব সুবিচার, নিরপরাধে পঞ্চ
ভুতাত্মার সংহার, মন বেটা যে ফাঁকি দেয়
অনিবার, পারনা তার কাছে যেতে ॥১০৫।

—o—

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

আমি বাসনা পুরাও মা শিবে।
চাইনে অন্য ধন, দেওমা শ্রীচরণ, শমন দমন যাতে
হবে ॥
ভেবেছিলাম ভবে আসিয়ে এবার, পাব চরণ তরি
অভয়া তোমার, সে সাধে বাদ সাধি রিপু
দুরাচার, ডুবাইল পাপার্ণবে ॥
জীবন আকাশে পুণ্য শশধরে, কলুষ জলদে বসিয়াছে
ঘিরে, চরম বিদ্যুত খেলে বারে বারে, কি জানি
ভাগ্যে ঘটিবে; তুমি রক্ষা কর্ত্রী জগতে প্রকাশ,
দয়া ক'রে দেও মা করুণা বাতাস, তাহলে পাপ
মেঘ হইবে বিনাশ, অন্নদা ভবে তরিবে ॥১০৬।

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

আমায় এই বর দে মা বর দে।

পুনঃ যেন শিবে, জন্মনিয়ে ভবে, ঠেকিনে সংসার গারদে॥

হর গা ভবানী এভব ভাবনা, সহেনা আর তারা জঠর যন্ত্রণা, কেবল রিপুগণে দিয়ে কুমন্ত্রণা, চরমে ফেলে বিপদে॥

ভুলে গিয়ে ওমা তব বিষয় চিন্তা, দিবা নিশি করি বিষয় বিষ চিন্তা, মুক্তি পাব কিসে সে বিষয় চিন্তা, করি না মা মজে মদে; এমনই নশ্বর সংসার মমতা, সহজে ছাড়িতে পারেনা কেউ কোথা, তাইতে গা অন্নদা চিন্তিত সর্ব্বদা, স্বগুণে রাখ শ্রীপদে॥ ১০৭।

——০——

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

ভক্তিহীনে মুক্তি দেও মা ওগো মুক্তিপ্রদায়িনী।

অশান্তিপূর্ণ সংসারে তুমি মা শান্তিবিধায়িনী॥

দুর্গানামে দুখ হরে, ডাকি দুর্গা মা তোমারে, অপার ভব সাগরে; কর পার ওমা ভবরাণী॥

বিনাশিতে ভবব্যাধি, তব নামামৃতৌষধি, পানক'রে
তাই নিরবধি ; মৃত্যুঞ্জয় হলেন শূলপাণি ॥ ১০৮ ।

—o—

রাগিণী মূলতান ।—তাল একতালা ।

একি লীলা লীলাময় শ্যাম তব লীলা বুঝতে নারি ।
ভক্তে মুক্তি দিতে তুমি রসময় হরি রাসবিহারী ॥
কা'ল ছিলে শ্যাম নটবর, শ্যামসুন্দর কলেবর, আজি
শ্যামা রূপধর, ত্যজিয়ে বাঁশী অসিধারী ॥
পরিহরি বনমালা, গলে দিলে মুণ্ডমালা, পীতবাস
ছাড়িয়ে কালা ; সাজিলে হরি দিগম্বরী ॥
মকর কুণ্ডলস্থলে, সবশিশু শ্রুতিমূলে, দামিনী সদৃশ
দোলে ; মুক্তকেশ শিরে বংশীধারী ॥
একিহেরি কালশশী, লুকায়ে সুমধুর হাসি, লোল-
জিহ্বা অট্টহাসি, হাসিছ ও শ্যাম গিরিধারী ॥
কে জানে তব মহিমা, কখন হও শ্যাম কখন শ্যামা,
জানিতে গুণ গরিমা ; ভিক্ষারী হলেন
ত্রিপুরারী ॥
সর্ব্বশক্তিময় ভবে, সকলি তোমায় সম্ভবে, মূঢ়জীবে
পায় না ভেবে ; কিভাবে তোমায় ভজবে হার।

চির দিন তুলসী তুলে, পূজি কৃষ্ণায় নম বলে, আজ
বল শ্যাম বিল্বদলে, কোন মন্ত্রে তোমায়
পূজিব হরি ॥
আয়ান ভয়ে ভীত রাধায়, শ্যামারূপে দিলে অভয়,
ত্রাণ কত্তে পাপী অন্নদায়, কোন রূপে দেখা
দিবে হরি ॥১০৯।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল ঝাঁপ।

অকূল পাথারে তার তারিণী।
ত্রাহি মে দুর্গমে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী॥
তব তত্ত্বে সদামত্ত হ'য়ে শূলপাণি; পঞ্চবক্ত্রে ভজে
নিত্য নিত্য সনাতনী, কে জানে মা মহিমা
জগজ্জননী; তন্ত্রে মা তন্ত্রিণী ত্বংহি বেদে
বেদবাণী।
অনিত্য সংসারাসক্ত যত জীবগণে, ভবারাধ্য
পাদপদ্ম ভাবে নাক মনে, বল কি হবে সে সবে
সেই অন্তদিনে; (যদি) পতিতপাবনী তারা
না তার ঈশানী॥

দিবারাত্র যেই মত্ত তব গুণ গানে, শান্তিময়ী শান্তিদানে শান্তি-নিকেতনে, তারে স্থান দেও মা বিদিত আছে ভুবনে; অন্নদা দুর্ম্মতি গতি কি হবে জননী ॥ ১১০।

—o—

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল ঝাঁপ।

তব লীলা কেবা জানে ভবানী।
তুমি সর্ব্ব শক্তিময়ী ভবে অনন্তরূপিণী ॥
লীলাময়ী তারা তুমি ব্রহ্ম সনাতনী, বিরাজ কর সর্ব্ব ঘটে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, তব ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি মা শিবানী; জীবের ভাগ্যে তুমি দুর্গে কর্ম্ম-স্বরূপিণী ॥
পুণ্যবন্তে পদপ্রান্তে স্থান পায় জননী, পুণ্যহীনে কি হবে মা অগতিতারিণী, অতি অকৃতী অন্নদা পতিতপাবনী, স্বগুণে তার মা শিবে তারা ত্রিনয়নী ॥ ১১১ ॥

—o—

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল ঝাঁপ।

কৃপা হি কাতরে শিবে শিবানী।
ত্রাহি মাং দেবী চণ্ডিকে ঈশানী সর্ব্বাণী ॥

পাপেতে তাপিত হ'য়ে পতিতপাবনী, পতিত হই
ভবার্ণবে রক্ষ মাং জননী, ত্রাহি মে দুর্গে দুর্গতি-
নাশিনী; এই অকুল পাথারে তার তারা
ত্রিনয়নী ॥
দিন দয়াময়ী তুমি বিদিত ভুবনে, অতুল ঐশ্বর্য্য তব
অতুল চরণে, যে জ্ঞানে সযতনে চায় মা সে ধনে;
(তাই কি) ঘটিবে অন্নদা ভাগ্যে সৌভাগ্য-
দায়িনী ॥ ১১২ ।

———o———

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল ঝাঁপ।

কি হবে এ ভবে বল জননী।
কলুষিত দেহ মম কল্যাণী ঈশানী ॥
তব পদ অনুরক্ত কত ভক্তগণে, আহার নিদ্রা পরি-
হরি ব'সে যোগাসনে, (বলে) জয়দুর্গে শ্রীদুর্গে
তার মা দিনে; তথাপি তাহে করুণা না কর
শিবানী ॥
আমি অতি অভাজন অকৃতী দুর্ম্মতি, অনিত্য
আমোদে মত্ত আছি দিবা রাতি, এবে কেমনে
তরিব বল সম্প্রতি; কেবল আছে এই ভরসা
মা তুই পতিতপাবনী ॥ ১১৩।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল ঝাঁপ।

ভরসা এ ভবে ত্বং হি ভবানী।
নির্গুণে কৃপা কর মা ত্রিগুণ-ধারিণী॥
অনন্তরূপিণী তব অনন্ত মহিমা, আগমে নিগমে বেদে
নাহি তব সীমা. (ওমা) আমি জ্ঞানহীন কিসে
বল মা ; তরিব ভব দুস্তরে নিস্তারকারিণী॥
তুষিতে তোমায় ভক্তে জগত্তজননী, জবাবিল্বদলে
তব পূজে পা দুখানী, (তুমি) পতিতে তারিতে
পতিতপাবনী ; তার মা অন্নদা দীনে ঈশানী
সর্ব্বাণী॥১১৪

—o—

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঝাঁপ।

নীরদ নিন্দিত নীলবরণী।
কোটাদিবাকরা তারা দ্বিরদগামিনী॥
চণ্ডমুণ্ড করি খণ্ড গলে মুণ্ডমালা, দনুজ করাবলিধ্বস্ত
কটিস্থলা, (কিবা) অনিভৃত ঝলৎকুটিল কুন্তলা ;
তাহে ঘোর ঘনরব-সম-নিনাদিনী॥
সুরশক্তি শুভঙ্করী শবশিরধরা, দৈত্যকুল ভয়ঙ্করী

রণ দিগম্বরা, (কিবা) রণ উন্মাদিনী রণে বিভোর, কমলপদ নূপুর ধ্বনি বিনোদিনী।

সব শিব হৃদিপরে শোভে পাদপদ্মং, মদমত্ত মধুব্রত তাহে গুঞ্জরিতং, সদা বিধি বিষ্ণু শিব আদি বাঞ্ছিতং ; শিবশক্তিময়ং ভয়বিনাশকারিণী।১১৫

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল মধ্যমান আড়া।

তারিণী তার এ দীনে।

এবার ত্রাহি মাং দুর্গমে দুর্গে ঘোর নিদানে।

ভুলে মা তোর দুর্গানাম, মদে মত্ত অবিরাম, পরিণাম ভাবিনে মনে, কি উপায় হবে মা দিন হীনে ; হল বৃথা কালগত ক্রমাগত-কালাগত, আতঙ্ক হতেছে আজি মম জীবনে।

তেজিয়ে এই কলেবর, বৈতরণী নদীপার, নিস্তার পাইব কেমনে, নাই সম্বল তোর অভয় চরণ বিহনে ; ভেবে মনে সারাৎসার, দিয়েছি চরণে ভার, কর পার হে অন্নদা দুর্ম্মতি জনে।১১৬

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল মাষ্টারি আড়া

গেল দিন গেল জননী।

আর ঘুমিয়ে থেক না কুলকুণ্ডলিনী॥

আয়ু দিবা অস্তগত, কালরাত্রি ক্রমাগত, আগত
হতেছে জননী, চেয়ে দেখ মা ওমা নিদ্রারূপিণী;
ঢুকিয়ে চোর মণিপুরে, সর্ব্বস্ব নেয় চুরি ক'রে,
নিস্তার ভব দুস্তরে পতিতপাবনী।
শম্ভু সনে নিদ্রাযোগে, কতদিন থাকিবি না জেগে,
ভক্তি যাগে জাগ জগজ্জননী, একবার আয় মা
হৃদিপদ্মে শিবানী; মুঁদে দুইটী নয়ন পদ্ম, হেরি
তব পাদপদ্ম, অন্নদা বাসনা আজ পূরাও
ঈশানী। ১১৭

—o—

রাগিণী ভৈরবী।—তাল মাষ্টারি আড়া।

তারিণী ত্রাহি মে ভবে।

আর কতকাল যাতনা সহিতে হবে॥

পড়িয়ে কাল কবলে, ভব জলধি অকূলে, যে দিনে
এই দেহ ভাসিবে, সে দিনে এ দীনের উপায়
কি হবে; ছাড়াইয়ে মোহমায়া, নাহি দিলে
পদ ছায়া, মহামায়া নামেতে কলঙ্ক রটিবে।

শুনেছি মা বেদাগমে, মা তোমার ঐ দুর্গানামে,
দুর্গমেতে মুক্তি পায় জীবে, তাই ডাকি দুর্গে
ত্রাহি দুর্গে মা শিবে ; স্বগুণে মা কৃপা করি,
দিয়ে তব চরণ তরি, অন্নদা পতিতে আজি
তারিতে হবে।১১৮।

—-॥—-

রাগিণী ভৈরবী।—তাল মাঠারি আড়া।

একি রূপ কালী মা তোমার॥
একে কালরূপে নাশে কাল মহিমা অপার॥
দেখি শুনি চিরকালী, কালীতে মিশে যায় কালী,
তোর কালীরূপ অতি চমৎকার, কালীরূপে হরে
ভবের অন্ধকার ; ওমা দাঁড়ায়ে হর হৃদয়ে,
ধবলে কাল মিশায়ে, নিরূপমা রূপে আলো
কর ত্রিসংসার।
সব শিব আরোহণে, দয়া করে নিজ গুণে, দীন হীনে
দেখা দেও একবার, আছে এ বাসনা মনে মা
আমার ; হৃদয় কালমন্দিরে, বসাইয়ে মা
তোমারে, অন্নদা মনেরি কালী ঘুচাবে এবার॥

রাগিণী সুরট।—তাল একতালা।

হ'ল বাসনা পূর্ণ জননী।
যেন দুর্গানাম, কত্তে অবিরাম, ভুলে যাই না ভবরাণী।
যথাশক্তি মাগো করিয়ে যতন, তব নামের মালা করেছি চয়ন, ভক্তিসূত্রে গেঁথে করিতে ধারণ, শক্তি দেগো মা ঈশানী।
যে জন মত্ত হয় মা তব গুণগানে, নিস্তারিণী তাকে নিস্তার স্বগুণে, ভয় থাকে না তার আর শমন বন্ধনে, পুরাণে একথা শুনি—তাই করি প্রার্থনা ক'রে যোড়পাণি, তব তত্ত্বে মত্ত থাকে যেন প্রাণী, জীবন আদিত্যে রক্ষ মা তারিণী, কাল-রাত্রি-বিনাশিনী ॥১২০॥

সম্পূর্ণ।